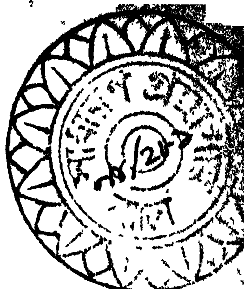


ভূতপূর্ব স্বামী

প্র. না. বি.

১৩৫১

মিত্র ও ঘোষ

১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

—দুই টাকা—

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীভানু রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
মানসী প্রেস, ৭৩, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিঃ হইতে শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

শ্রীহরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

করকমলে—

এই লেখকের

—অন্যান্য নাটক—

ঋণংকৃত্বা

ঘৃতং পিবেৎ

মৌচাকে ঢিল

গবর্ণমেণ্ট ইন্‌স্‌পেক্টর

সানিভিলা

পারমিট

এই নাটকের

পুরুষ-চরিত্র

পুরুষোত্তম—পূর্ণিমার প্রথমপক্ষের স্বামী

চন্দ্রভানু—পূর্ণিমার দ্বিতীয়পক্ষের স্বামী ও পুরুষোত্তমের বন্ধু

পরাশর—পুরুষোত্তম ও চন্দ্রভানুর বন্ধু

তারক—চন্দ্রভানুর নূতন ভৃত্য

গোপাল—চন্দ্রভানুর পুরাতন ভৃত্য

রাখাল—প্রতিবেশীর ভৃত্য

স্ত্রী-চরিত্র

পূর্ণিমা—প্রথমে পুরুষোত্তমের ও পরে চন্দ্রভানুর স্ত্রী

মল্লিকা—পূর্ণিমার নূতন ঝি

খুন্তি—পূর্ণিমার পুরাতন ঝি

মিস্ গুপ্ত—পুরুষোত্তমের বান্ধবী

প্যারাশুট-সেনার পোষাক পরিহিত ব্যক্তি

[ইনি স্ত্রী কি পুরুষ তাহা অজ্ঞাত থাকিবে।]

প্রথম অঙ্ক

একটি ড্রয়িংরুম। খান-কতক চেয়ার ও সোফা দিয়া সাজানো। বিস্তৃত বর্ণনার প্রয়োজন নাই, কলিকাতার রাস্তায় চলিতে চলিতে খোলা জানলা দিয়া যেমন চোখে পড়ে সেই রকম। দেয়ালের এক দিকে একটি ঘড়ি। অন্য দিকে অর্থাৎ জানলার বিপরীত দিকের দেওয়ালে একখানি ছবি। খুব সম্ভব কাহারও ফোটোগ্রাফ হইবে, নিশ্চয় বুঝিবার উপায় নাই, কারণ সেখানার উল্টা পিঠ দৃশ্যমান। ঘরটি এখন শূন্য। সময়—বিকাল। পূর্বোক্ত জানলাটি ঠিক পথের ধারেই। বাড়ির ভিতর দিক হইতে একজন লোক ঘরে প্রবেশ করিয়া ছবিখানার উল্টা পিঠ দেখিয়া নীরবে বিরক্তি প্রকাশ করিল, তারপরে সেখানা উল্টাইয়া দিয়া অন্য দ্বার দিয়া আবার প্রস্থান করিল। ছবিখানায় এবারে দেখা গেল, সামরিক পোশাক পরা একজন সুপুরুষ সামরিকভাবে দণ্ডায়মান। সে চলিয়া যাইবামাত্র একটি স্ত্রীলোক, অল্পবয়স্ক, ঘরে ঢুকিল, এবং ছবিখানা দেখিয়া উল্টাইয়া দিয়া অন্য দ্বার দিয়া বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেল। পূর্বোক্ত পুরুষ আবার ভিতর হইতে প্রবেশ করিল, ছবিখানাকে উল্টাভাবে দেখিয়া কতকটা বিস্ময়ে, কতকটা বিরক্তিতে বলিয়া উঠিল—

পূর্বোক্ত পুরুষ। ভূতে ওল্টাল নাকি? যতবার সোজা ক'রে রাখি, উল্টিয়ে দেয়! ছবিখানাকে কি শেষে ভূতে পেল! হ'তেও পারে, মরা মানুষের ছবি, আত্মা এসে ছবিখানার ঘাড়ে চেপেছে। দেখি, এবার কি হয়! (ছবিখানা সোজা করিয়া দিল) কিন্তু দেখতে হবে ভূত, না, মানুষ!

সে সোফাখানার পাশে লুকাইয়া থাকিল। বাড়ির ভিতর হইতে পূর্বোক্ত

মেয়েটির প্রবেশ—ছবিখানা সোজা দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল, উল্টাইয়া দিল। সোফার পাশ হইতে বাহির হইয়া পূর্বোক্ত পুরুষ বলিল—

পূর্বোক্ত পুরুষ। তাই বল, মানুষের কাণ্ড।

পূর্বোক্ত মেয়েটি একেবারে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—

পূর্বোক্ত মেয়ে। দেখতে পাও না, মেয়েমানুষ! মানুষের কাণ্ড! চোখের মাথা খেয়েছ নাকি যে, মেয়ে পুরুষে ভেদ করতে পার না?

পূর্বোক্ত পুরুষ। সত্যি পারি না খুন্তি, তোমার মত মদ্দালি মেয়ে দেখবার পর থেকে মেয়ে পুরুষে কেমন গুলিয়ে গিয়েছে, ভুল হয়ে যায়।

খুন্তি। ভাল হবে না গোপাল, একটু সাবধান হয়ে চল।

গোপাল বাড়ির ভৃত্য, বাড়ির বাবুর প্রিয় খানসামা। আর খুন্তি বাড়ির গৃহিণীর বিশেষ প্রিয় ঝি। গোপাল ও খুন্তি দুজনেরই বয়স অল্প।

গোপাল। তাই চলি ব'লেই তো ছবিখানা সোজা ক'রে রাখি।

খুন্তি। সাবধানে চলা অত সোজা নয়। উল্টিয়ে রাখা মার হুকুম।

গোপাল। সোজা ক'রে রাখা যে বাবুর হুকুম।

খুন্তি। বাবুর হুকুম! বাবু কে? উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন—আবার হুকুম!

গোপাল। কাকে বলছ—আমাকে, না, বাবুকে?

খুন্তি। বাবুকে, বাবুকে, তোমার বাবুকে। জান, এ বাড়ি-ঘর বিষয়-সম্পত্তি কার?

গোপাল। যেমন সর্বত্র হয়। বিয়ের আগে মেয়ের, বিয়ের পরে স্বামীর।

খুন্তি। বটে!

গোপাল। বুঝলে না! ধর এই যেমন, তোমার সঙ্গে আমার যদি বিয়ে হয়, তবে তোমার খুন্তি ডেক্‌চি হাতা বেড়ি সবই তো আমার হবে।

খুন্তি। ওর মধ্যে বেড়িটাই হবে, তোমার গলায় হবে। ও-রকম কথা আর মুখে এনো না।

গোপাল। মনে? খুন্তি, অত দেমাক ভাল নয়। এ বাড়িতে নূতন ঝি আসবার পর থেকে তোমার আগের আদর নেই।

খুন্তি। মনে ক'রো না, তোমারই আগের আদর আছে। নূতন চাকর তোমার চেয়ে অনেক ভদ্র, অনেক ভাল।

গোপাল। আরে, সে কি চাকর! সে যে বাবু। লুকিয়ে লুকিয়ে ইংরেজী পড়ে দেখেছি।

খুন্তি। আর নূতন ঝি লুকিয়ে লুকিয়ে চিঠি লেখে মস্ত মস্ত।

গোপাল। লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তে পার না?

খুন্তি। চেষ্টা কম করি নি। সব ইংরিজিতে।

গোপাল। ইংরিজিতে! বল কি! (কপাল চাপ্‌ড়াইয়া) ইংরিজি-জানা ঝি চাকর এলে আমাদের মত বাংলা-নবিশদের কি উপায় হবে? গোপনে একটু খবর নিয়ো তো ওরা বিলাতফেরত কি না।

খুন্তি। বিলেতফেরত কেমন?

গোপাল। স্বাধীনতার প্রথম ঝোঁকে সরকার এত ছেলেমেয়েকে বিলাত পাঠিয়েছিল যে, এখন তারা ফিরে এসে বড় চাকরির অভাবে ঝি চাকর হয়ে ঢুকছে।

খুন্তি। তবে তো আমাদের বিপদ।

গোপাল। তাই তো বলছি, একটু মিলেমিশে শলাপরামর্শ করা দরকার।

খুস্তি। সে কি এখানে? আড়ালে চল।

গোপাল। তা বইকি। নিরিবিলি না হলে কি মন খোলে?

খুস্তি। কিন্তু খবরদার বলছি, ছবি সোজা ক'রে দিয়ো না, তা হ'লে মন ঘুলিয়ে দেব।

গোপাল। আর সোজা করি! গিন্নীর (খুস্তির প্রতি ইঙ্গিত করিয়া) হুকুম। এবারে নিজে সোজা হয়ে গিয়েছি।

দুইজনের এক দরজা দিয়া প্রস্থান। গৃহস্বামীর প্রবেশ। বয়স ত্রিশের এদিকে। সুবেশ. সুপুরুষ। নাম চন্দ্রভানু।

চন্দ্রভানু। নাঃ, আবার ছবিখানা ওল্টালে কে? এ বাড়ির সব চাকরবাকর হয়েছে যত নবাব। কোন কথা বললে গায়েই মাখে না। সব কটাকে তাড়িয়ে দিলে তবে উচিত সাজা হয়।

ছবিখানা সোজা করিয়া দিয়া, ছবিখানার প্রতিই যেন

চন্দ্রভানু। মাই হিরো, মোস্ট ব্রেভ, মোস্ট লয়াল। এমন বন্ধু কারও হয়? কে বলবে, মরেছে? আমার মনে হয়, সে যেন এখনও তেমনি জীবিত, কেবল আড়ালে রয়েছে, এই পর্যন্ত। কিন্তু এমন জীবন্ত ছবি দেখি নি, মনে হচ্ছে এখনই বেরিয়ে এসে আগেকার মত ব'লে উঠবে—চন্দ্রভানু, একটা সিগারেট দাও দেখি। (একটু নীরব থাকিয়া) এই তার শেষ ছবি, মালয় থেকে প্রেরিত, নিজে পাঠিয়েছিল। তারপরে দীর্ঘ নীরবতা। তখনই ভয় হয়েছিল। তারপরে মর্মান্তিক সংবাদ। আহা, যদি ফিরে আসত, তবে দেখত যে তার বন্ধু তাকে ভোলে নি।

(একটু নীরব থাকিয়া) আর আমার এমন দুর্ভাগ্য যে ছবিখানা সোজা ক'রে রাখবার উপায় নেই। তারক, তারক।

একটি সুবেশ যুবকের প্রবেশ, গায়ে ফরসা পাঞ্জাবি ও পায়জামা, বয়স বাইশের বেশি নয়।

তারক। আজ্ঞে?

চন্দ্রভানু। শোন, তোমাকে একটা কাজের ভার দেব। গুরুতর কাজ তোমাকে দিতে চাই নে। এই ছবিখানা কেউ যাতে উল্টিয়ে না দেয় সেই ভার তোমার।

তারক। এ আর কঠিন কি?

চন্দ্রভানু। তুমি ভদ্রলোকের ছেলে, তোমাকে কি আর কাজ দোব?

তারক। ভদ্রলোক, তাতে আর সন্দেহ কি!

চন্দ্রভানু। ভদ্রলোক নও? ভদ্রলোক কাকে বলে, জান?

তারক। জানি বইকি। যারা ফরসা জামাকাপড় পরে আর খবরের কাগজ পড়ে।

চন্দ্রভানু। তোমার কথাবার্তা শুনে মনে হয় যে, তুমি লেখাপড়া শিখেছ।

তারক। শিখেছি বইকি, তাই তো চাকরের কাজ নিতে বাধ্য হয়েছি। লেখাপড়া না জানলে কত সুবিধা ছিল দেখুন। দারোয়ানের কাজ করতে পারতাম, সরকারী চাকরি পেতে পারতাম, হয়তো একটা মন্ত্রীগিরি জুটে যেত, এমন কি কলেজের প্রফেসারি জোটাও অসম্ভব ছিল না।

চন্দ্রভানু। লেখাপড়া না জানার এত সুবিধে কে জানত?

তারক। সবাই জানে। তাই তো আজকাল কলেজে আর ছাত্র হতে চায় না।

চন্দ্রভানু। কেন?

তারক। কেন কি! তারা কানাঘুষায় অধ্যাপকদের বেতনের অঙ্কটা জেনে ফেলেছে।

চন্দ্রভানু। এ কথা বলা এখন আর সাজে না। ভূতপূর্ব অধ্যাপক এখন রাজ্যপাল।

তারক। যিনি সৎকাজে কয়েক লক্ষ টাকা দান করতে পারেন তিনি কি আর অধ্যাপক, তিনি তো শাপভ্রষ্ট দেবতা।

চন্দ্রভানু। দেখ তারক, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব—ঠিক উত্তর দেবে। তুমি বাড়ি থেকে পালিয়ে আস নি তো? অনেক সময়ে শুনেছি কিনা, বড়লোকের ছেলে বাড়িতে রাগারাগি ক'রে পালিয়ে এসে কিছু দিন এইরকম চাকরের লীলা ক'রে থাকে। তোমার ভাষাতেই বলি, কোন্ দিন হয়তো শুনব যে, তুমি শাপভ্রষ্ট ধনীর পুত্র।

তারক। আমি বাড়ি থেকে পালাই নি, আমার বাড়িই আমার কাছ থেকে ছুটে পালিয়েছে।

চন্দ্রভানু। তার মানে?

তারক। এমন প্রচণ্ড বন্যা এল যে, ঘরের দেয়াল বরগা কড়িকাঠ সব হু-হু ক'রে ছুটে পালিয়ে গেল, আমি মূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম।

চন্দ্রভানু। তোমার কথার সত্য মিথ্যা তুমি জান। আমার এখানে যতদিন আছ, সন্তানের মতই থাকবে। যখন ইচ্ছা চ'লে যাবে, তাতেও বাধা নেই।

তারক। আমি আনন্দেই আছি, হঠাৎ যাব এমন সম্ভাবনা নেই।

চন্দ্রভানু। তা হ'লে ছবিটার কথা মনে থাকবে? চেহারাটা কেমন বলতো? সুপুরুষ, নয়?

তারক। আপনার ছবি নাকি?

চন্দ্রভানু। আরে, না না।

তারক। হঠাৎ বুঝতে পারি নি। সামরিক পোষাক পরলে মানুষে মানুষে ভেদ ঘুচে যায়, বাপ ছেলেকে চিনতে পারে না। সোরাব-রুস্তমের গল্প জানেন তো? ইনি আপনার কে হতেন?

চন্দ্রভানু। এঁর নাম লেঃ কর্নেল পুরুষোত্তম রায়। জাপানীদের সঙ্গে যুদ্ধে সিঙ্গাপুরে মারা যান। পুরুষোত্তম ছিল আমার নিয়ারেস্ট ডিয়ারেস্ট ফ্রেণ্ড। এমন বন্ধু কারও হয় না। এই বাড়ি-ঘর—সব তারই ছিল।

তারক। সব উইল ক'রে দিয়ে গিয়েছেন বুঝি?

চন্দ্রভানু। সে অনেক কথা, ক্রমে সব জানতে পারবে। এস, তোমাকে আর একটা কাজের ভার দেব, আমার লাইব্রেরির ভার।

তারক। ও-কাজ খুব পারব। আমার ছোট একটা লাইব্রেরি ছিল কিনা।

চন্দ্রভানু। কি তার অভিজ্ঞতা?

তারক। আজ্ঞে, যে বইগুলো ধার করে এনেছিলাম, শেষ পর্যন্ত সেইগুলোই ছিল।

চন্দ্রভানু। চমৎকার বলেছ। নিজের বই রক্ষা করবার উপায় কি বলতে পার?

তারক। আর্ট অব্ বুক-কিপিং শেখা।

চন্দ্রভানু। চল, সেই চেষ্টাই না হয় করা যাবে

উভয়ের প্রস্থান

পূর্ণিমার প্রবেশ। বয়স পঁচিশের কাছে, অত্যন্ত সুন্দরী, সুবেশা।

পূর্ণিমা। খুন্তি, খুন্তি!

খুন্তির প্রবেশ

খুন্তি। কি বলছ?

পূর্ণিমা। ও-ছবি সোজা ক'রে রাখলে কে?

খুন্তি। আমি।

পূর্ণিমা। তুই রাখতে গেলি কেন? তোকে নিষেধ করি নি? আর কখ্খনো ও-ছবিতে তুই হাত দিবি নে। বুঝলি?

খুন্তি। বুঝলাম, তবু ছবি উল্‌টিয়ে যাবে।

পূর্ণিমা। কেমন ক'রে? না ছুঁয়ে ছবি ওল্‌টাস কি ক'রে?

খুন্তি। আমি তো ওল্‌টাই না।

পূর্ণিমা। তবে কেন বললি যে, ছবি তুই উল্‌টিয়ে রেখেছিস?

খুন্তি। শোন দিদিমণি, দোষ হ'লেই মনিবে ধ'রে নেয় যে, ঝি-চাকরে করেছে, তাই আগে থেকেই স্বীকার করলাম।

পূর্ণিমা। খোঁচা দিয়ে ছাড়া বুঝি কথা বলতে পারিস না?

খুন্তি। পারব কেমন ক'রে? নাম যে খুন্তি! কতবার বলেছি, আমাকে দিয়ে তোমার চলবে না। আমার বোনকে রাখো, তার কথাগুলো বেশ গাবদা-গোবদা।

পূর্ণিমা। কেন?

খুন্তি। তার নাম যে হাতা। আর প্যাঁচালো কথা যদি চাও,

আমার আর এক বোনকে রাখো, তার নাম বেড়ি। আমি খুন্তি, একটু খুঁচিয়ে কথা বলবই, তা তুমি যাই ভাবো না কেন।

পূর্ণিমা। যা, যা, অনেক হয়েছে।

খুন্তি। এখন অনেক হবে বৈকি! নবাব-নন্দিনী বাড়ীতে এসেছে কিনা! তা তাকেই ছবির ভার দাও না কেন?

পূর্ণিমা। ঠিক বলেছিস। মল্লি! মল্লি!

খুন্তির প্রস্থান ও মল্লিকার প্রবেশ, মল্লিকা সুন্দরী তরুণী, বয়স বছর কুড়ি, চালচলনে কথাবার্তায় সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে বলিয়া মনে হয়।

মল্লিকা। কি দিদি, ডাকছ কেন?

পূর্ণিমা। শোন মল্লি, তোমাকে একটা কাজ দেব। তুমি ক দিন থেকেই বলছ—কাজ নেই, এ কেমন চাকরি! এবারে কাজ নাও।

মল্লিকা। আমিও তো তাই চাই।

পূর্ণিমা। এই ছবিখানার ভার তোমার উপরে রইল। এখানা কখনও সোজা না থাকে, দেখবে।

মল্লিকা। সে আবার কি? ছবি কি উল্‌টে টাঙানো থাকবে? কেন দিদি?

পূর্ণিমা। আগে উল্‌টিয়ে দাও, তারপরে বলছি।

মল্লিকা। ছবির পিছন দিকটা যে দেখতে ভাল এমন অদ্ভুত কথা তো শুনি নি। যাই বল দিদি, চেহারাটা খুব সুন্দর, যেমন স্বাস্থ্য তেমনি রঙ্‌ তেমনি তেজ!

পূর্ণিমা। হাঁ, উনি বীরপুরুষ ছিলেন।

মল্লিকা। লড়াইয়ে গেছেন বুঝি?

পূর্ণিমা। লড়াইয়ে মারা গিয়েছেন।

মল্লিকা। মারা গিয়েছেন! আহা, এমন স্বাস্থ্য, এমন পৌরুষ, মরবে বুড়ো মানুষ—

পূর্ণিমা। মৃত্যুর কি বয়স আছে মল্লিকা?

মল্লিকা। ইনি কে হতেন তোমার দিদি?

পূর্ণিমা। আচ্ছা, মল্লিকা, সত্যি কথা বল তো। তুমি বাড়ি থেকে পালিয়ে আস নি তো?

মল্লিকা। পালিয়ে এসেছি বইকি।

পূর্ণিমা। তাই বল। আমি জানি কিনা, অনেক ভদ্রঘরের ছেলেমেয়ে রাগারাগি ক'রে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে চাকরি নেয়। আচ্ছা, তুমি কি দুঃখে পালিয়ে এলে?

মল্লিকা। দুঃখ আর কি? দেশ ভাগাভাগি হয়ে গেল, দেশ ছেড়ে চ'লে এলাম।

পূর্ণিমা। সে রকম তো অনেকেই এসেছে। আমি ভেবেছিলাম, তুমি বাপ-মার সঙ্গে রাগারাগি ক'রে চ'লে এসেছ। তোমার কে কে আছে?

মল্লিকা। ইনি তোমার কে বললে না তো?

পূর্ণিমা। তোমার মা বাবা আছেন?

মল্লিকা। ইনি বুঝি তোমার আত্মীয় হতেন?

পূর্ণিমা। তোমরা ক ভাই বোন?

মল্লিকা। তুমি নিশ্চয় ওঁকে খুব ভালবাসতে?

পূর্ণিমা। তোমার বিয়ে তো হয় নি, দেখেই বুঝতে পারছি।

মল্লিকা। তুমিও বুঝি খুব ভালবাসতে?

পূর্ণিমা। তুমি যাও, এখন বাবু আসছেন।

মল্লিকার প্রস্থান। অন্য দরজা দিয়া চন্দ্রভানুর প্রবেশ

চন্দ্রভানু। এ কি, তুমি এখানে ব'সে আছ, আর আমি তোমাকে সারা বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছি! এখনই পরাশর এসে পড়বে। ডক্টর দত্তর কাছে যেতে হবে, মনে নেই? এ কি, এমন গম্ভীর কেন?

পূর্ণিমা। তোমার কাছে একটি অনুরোধ, ঐ ছবিখানা এ ঘর থেকে সরিয়ে ফেলতে অনুমতি দাও।

চন্দ্রভানু। ওখানা আবার উল্‌টিয়ে রেখেছ? কিন্তু কেন বল তো?

পূর্ণিমা। আমি সহ্য করতে পারি না।

চন্দ্রভানু। কিন্তু আমার দিকটা একবার ভেবে দেখো, আর কিছু না হোক, কৃতজ্ঞতা ব'লেও তো একটা বস্তু আছে।

পূর্ণিমা। না, ও-ছবি চোখের উপরে সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

চন্দ্রভানু। আমার বন্ধু ব'লেই না হয় সহ্য করলে।

পূর্ণিমা। তোমরা সব পার, তোমরা পুরুষ। আমরা মেয়েরা পারি না। অতীতকে যখন আমরা বর্জন করি নিঃশেষে করি। অতীতের জের বর্তমানের মধ্যে টেনে চলবার শক্তি আমাদের নেই।

চন্দ্রভানু। সে তো মৃত।

পূর্ণিমা। থাক্ থাক্, চুপ কর। মানুষ যায় ব'লে কি স্মৃতিও যায়? ফুল ফেলে দিলেও রুমালে তার গন্ধ থাকে।

চন্দ্রভানু। সেই গন্ধ ব'লেই ঐ ছবিখানিকে নাও না কেন?

পূর্ণিমা। তর্ক ক'রে সব বোঝানো যায় না।

চন্দ্রভানু। এ কি, এতেই চোখে জল এসে পড়ল? পূর্ণিমা, তখন

বাধা দিলে না কেন? তখন নীরবে থাকলে কেন? তুমি একবার 'না' বললেই তো আর অগ্রসর হতাম না। হয়তো ভুল করেছি, কিন্তু এখন আর উপায় নেই পূর্ণিমা।

পূর্ণিমা। না না, ভুল কর নি, ভুল কর নি।

দ্রুত প্রস্থান

চন্দ্রভানু ছবিখানা উল্‌টাইয়া লইয়া অনেকক্ষণ একদৃষ্টে সেদিকে তাকাইয়া রহিল, তারপরে ধীরে ধীরে বলিল—

চন্দ্রভানু। ডায়েড এ হিরোজ ডেথ।

এমন সময়ে পরাশর রায় বাহিরের দরজা দিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। বয়স পঁয়ত্রিশ, লংকোট গায়ে, সে একাধারে চন্দ্রভানু, পূর্ণিমা, পুরুষোত্তম ও রাজাহুদ্ধ সকলের বন্ধু। সে কি করে কেহ জানে না, কেহ সন্ধানও করে না; সর্বদা সপ্রতিভ, প্রত্যুৎপন্নমতি, বাক্‌পটু ও প্রচুর-কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন।

পরাশর। কি হে, হ্যামলেটের মত আপন মনে ছবিখানার দিকে তাকিয়ে কি বকছ?

চন্দ্রভানু। বলছি, লুক অ্যাট ছ্যাট পিকচার অ্যাণ্ড লুক অ্যাট দিস (নিজেকে দেখাইল)।

পরাশর। সে তো আমি বলব তোমাদের দুজনকে দেখিয়ে আর পূর্ণিমা শুনবে।

চন্দ্রভানু। শুনবে? একবার শোনাতে যেও তোমার বন্ধুনীকে।

পরাশর। কেন?

চন্দ্রভানু। পূর্ণিমা ঐ ছবিখানা কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। যতবার আমি সোজা ক'রে রাখি, উল্‌টিয়ে দেয়।

পরাশর। 'মরিয়া হবে জয়ী আমার 'পরে এমনি করিয়াছ ফন্দি!'

দেখ, মেয়ের লক্ষ্যই হচ্ছে পুরুষের সোজা কাজকে উল্‌টিয়ে দেওয়া, পুরুষের সোজা কথাকে উল্‌টিয়ে বোঝা। এ আর নূতন কি?

চন্দ্রভানু। অথচ আমি ওর ছবিখানা ঘর থেকে সরাই কি ক'রে? এমন বন্ধু আর পাব না।

পরাশর। সে কথা একশো বার। বেঁচে থাকতে তোমাকে ভালবাসত আর মরবার পরে সর্বস্ব দিয়ে গিয়েছে—বাড়ি-ঘর-টাকা-কড়ি, মায়—

চন্দ্রভানু। থাক্, থাক্, ওটা আর নাই বললে। একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, আমি কি ভুল করেছি, বিশেষ এত তাড়াতাড়ি—?

পরাশর। অর্ধেকটা ঠিক করেছ, তোমার নাম চন্দ্রভানু, চন্দ্রেরই তো পূর্ণিমা হয়।

চন্দ্রভানু। ঠাট্টা রাখো।

পরাশর। পূর্ণিমা হ'লেই অমাবস্যারও আশঙ্কা আছে।

চন্দ্রভানু। আবার ঠাট্টা!

পরাশর। এবারে আর ঠাট্টা নয়। এমন কোন্ পূর্ণিমা আছে যাতে মাঝে মাঝে অমাবস্যার ছায়া না পড়ে?

চন্দ্রভানু। অর্থাৎ?

পরাশর। অর্থাৎ পূর্বকথা মনে প'ড়ে মাঝে মাঝে ওর মন-খারাপ হবেই। ক্রমে সেটুকু সেরে যাবে। মনে রেখো, তুমি কেবল চন্দ্র নও, সঙ্গে ভানুও বটে। তোমার আছে চিরন্তন আলো।

চন্দ্রভানু। ও তো হ'ল কল্পনা।

পরাশর। আর বাস্তব এই যে, বিধবার কি বিবাহ হয় না? তবে চিন্তা করছ কেন? এই কচি বয়সে নির্বাপিত জ্যোতিষ্কের মত অন্ধকার সঙ্গে ক'রে ঘুরে বেড়ালেই কি ওর পক্ষে ভাল হ'ত?

চন্দ্রভানু। তা বটে।

পরাশর। তুমি বাস্তব শুনতে চেয়েছিলে, আরও বাস্তব শোন। বিবাহটা সাংসারিক কাজ চালাবার জন্যে সুবিধাজনক একটা প্রথা মাত্র। ওর সঙ্গে প্রেম প্রণয় কল্পনা কাব্য জড়ালেই জটিলতা বেড়ে যায়। ওসব ছাড়াই জীবন যথেষ্ট জটিল।

চন্দ্রভানু। তবে তুমি নিজে বিয়ে করলে না কেন?

পরাশর। বিবাহ না ক'রেও অসুবিধা হচ্ছে না এ জন্যে।

চন্দ্রভানু। অসুবিধা হ'লে?

পরাশর। তখন সুবিধামত ভাবা যাবে। আসল কথা, বিবাহ সকলের জন্য নয়, এমন অনেক গ্রহ আছে যার উপগ্রহ নেই।

চন্দ্রভানু। তোমার কি ভালবাসবার লোকের প্রয়োজন নেই?

পরাশর। আবার ভুল করছ। যে তেজ সারা আকাশে ছড়িয়ে আছে, তাকে বলি আলো, তার নাম ভালবাসা। আর যে তেজ দীপের মুখে জ্বলছে, তার নাম শিখা, তাকে বলি বিবাহ।

চন্দ্রভানু। দুটোরই কি দরকার নয়?

পরাশর। হয়তো দুটোরই দরকার। কিন্তু দুটোকে মেশাতে গেলেই সঙ্কট দেখা দেয়।

চন্দ্রভানু। ঘরের পক্ষে দুটোরই আবশ্যক।

পরাশর। মানুষ ছাড়া আর কোন প্রাণী কি ঘর বাঁধে না?

চন্দ্রভানু। না, আর এগোব না—এর পর তোমার ফিলজফির অথৈ জলে প'ড়ে ডুবে মরব। একটা কথা প্রায়ই মনে হয়। পুরুষোত্তম যখন বর্মা-ক্যাম্পেনে যাত্রা করে, আমার ছোট্ট একখানা ছবি চেয়ে নিয়েছিল আর বলেছিল—ছবিখানা বরাবর তার সঙ্গে থাকবে,

জাপানীদের হাতে পড়ে তো এই ছবি সুদ্ধুই পড়বে; ওদের বলবে—এ হচ্ছে গিয়ে লর্ড বুদ্ধর ছবি। বুদ্ধভক্ত ব'লে ছেড়েও দিতে পারে। কিন্তু আর একটা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সেটা তো এখনও পালন করল না।

পরাশর। ও সেই মৃত্যুর পরে—?

চন্দ্রভানু। হাঁ, মৃত্যুর পরে দেখা দেওয়ার কথা। সে বলেছিল—আমার যদি যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটে, তোমাকে দেখা দেব। থিওজফিতে ওর খুব বিশ্বাস ছিল।

পরাশর। দেখ চন্দ্রভানু, ইহকালটাই যথেষ্ট গোলমেলে ব্যাপার, এর মধ্যে আর পরকালকে এনে জড়িও না। তা ছাড়া ওসব যত বুজরুকি—

চন্দ্রভানু। এ কথা আর যার সম্বন্ধেই বল, ডক্টর দত্ত সম্বন্ধে ব'লো না। বর্তমানে তিনি ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় থিওজফিস্ট—বিলাতের ডক্টর অফ্ ফিলজফি। তাঁর বাড়িতে লোকের কি ভিড়! কাপড়ের দোকানের মত লোক সব 'কিউ' দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

পরাশর। ওটা এখন লোকের স্বভাবে পরিণত হয়েছে, সুবিধামত জায়গা দেখলেই 'কিউ' দিয়ে দাঁড়িয়ে যায়।

চন্দ্রভানু। না হে, না, চল না, দেখবে, কত বড় বড় সব লোক নিত্য হাঁটাহাঁটি করছে।

পরাশর। তা তিনি কি ভরসা দিয়েছেন?

চন্দ্রভানু। তাঁকে আগাগোড়া ইতিহাস বললাম। তিনি ধীরভাবে সব শুনে বললেন—থিওজফিতে বিশ্বাসীর মৃত্যুর পরের কথা তো কখনও মিথ্যা হয় না। বললেন—তবে মৃত্যু-সংবাদটাই মিথ্যা। আমি মিলিটারি-

বিভাগের নিজস্ব সংবাদটা দেখালাম। তিনি বললেন—প্রবলেমটা আমি ভেবে দেখব, আপনারা পরে একবার আসবেন। আজ তাঁর কাছে যাবার কথা আছে।

পরাশর। পূর্ণিমাও কি সঙ্গে যাবে?

চন্দ্রভানু। প্রথমটা রাজী হয় নি, শেষে কৌতূহলের বশে রাজী হয়েছে।

পরাশর। চল, জীবনে অনেক জফি দেখেছি, এবারে থিওজফি দেখে আসি। কিন্তু বোধ হচ্ছে, ডক্টর দত্তর কথাই সত্যি। থিওজফিস্টদের মৃত্যুর পরের কথা মিথ্যা হয় না।

চন্দ্রভানু। তার মানে?

পরাশর। মৃত্যুর আগের কথা সম্বন্ধে তো তিনি কোন নিশ্চয়তা দেন নি!

চন্দ্রভানু। তুমি চিরকালই 'সিনিক' থেকে গেলে হে। এ হচ্ছে বিয়ে না করবার ফল।

পরাশর। বিবাহিত ব্যক্তির মত 'সিনিক' আর কেউ আছে নাকি?

চন্দ্রভানু। কেন?

পরাশর। অবিবাহিত ব্যক্তি রোমান্টিক, বিবাহিত ব্যক্তি 'সিনিক'।

চন্দ্রভানু। তোমার এ কথা মানতে পারি না।

পরাশর। ক্রমে মানবে। এখনও রোমান্সের তাপ কিছু আছে, আগে সেটুকু যাক। চল, এখন যাবে নাকি, চল। পূর্ণিমা কোথায়?

চন্দ্রভানু। ভিতরে চল, এতক্ষণে সে বোধ করি তৈরি হয়ে নিয়েছে। চল, পূর্ণিমাকে নিয়ে ওদিক দিয়ে বেরিয়ে যাই

হঠাৎ থামিয়া চন্দ্রভানু বলিল

চন্দ্রভানু। আচ্ছা, পরাশর, আমি আর পুরুষোত্তম দুজনেই যুদ্ধে গেলে বোধ করি সবচেয়ে ভাল হ'ত!

পরাশর। তোমরা দুজনেই যাবে—এই তো ছিল আমার বিশ্বাস। তোমাদের ধাতটাই মিলিটারি। একে রাজপুতানায় মানুষ, তার উপরে ঘোড়ায় চড়তে, বন্দুক চালাতে, তলোয়ার খেলতে তোমাদের জুড়ি নেই। তোমাদের সেই তলোয়ারের সংগ্রহগুলো এখনও আছে, না?

চন্দ্রভানু মাথা নাড়িয়া জানাইল যে, আছে।

চন্দ্রভানু। দুজনেরই যাবার ইচ্ছা ছিল, এমন সময়ে অসুস্থ হয়ে পড়লাম, ও একা গেল। দুজনে গেলে এ সব কম্‌প্লিকেশন আর হ'ত না।

পরাশর। সে কথা এখন আর ভেবে লাভ কি?

দুইজনে কথা বলিতে বলিতে বাড়ির ভিতরের প্রবেশের দ্বার দিয়া প্রস্থান। একটু পরেই মোটরের হর্ন শুনিয়া বুঝিতে পারা যায়, তাহারা চলিয়া গেল। গোপাল ও পাশের বাড়ির ভৃত্য রাখালের প্রবেশ। তাহারা আরাম করিয়া দুইখানি সোফায় বসিল। টেবিলের উপরে রক্ষিত সিগারেটের বাক্স হইতে দুইটি সিগারেট বাহির করিয়া একটি গোপাল নিজে লইল, অপরটি রাখালকে দিল।

গোপাল। নে, খা।

রাখাল। এ যে দামী জিনিস।

গোপাল। হবে না? বাজে মাল খেয়ে বাবুদের গলা ভেঙে গেলে চাকরকে বকবে কি ক'রে?

রাখাল। তোর বাবু তো বকে-ঝকে না, তোর সুখের চাকরি।

গোপাল। চাকরি মন্দ নয়, কিন্তু থাকতে ইচ্ছে নেই।

রাখাল। কেন? এমন সুখের চাকরি ছাড়বি কেন?

গোপাল। কি জানি ভাই, কর্তা-গিন্নীর ভাব বড় ভাল নয়।

রাখাল। কেন, কেন?

গোপাল। এই যে ছবিখানা দেখছিস, (উঠিয়া ছবি সোজা করিয়া দিল) এই নিয়েই যত গণ্ডগোল। বাবু ছবিখানার দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে বিড়বিড় ক'রে বকে। আবার গিন্নীমা ছবিখানার দিকে তাকিয়ে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দেয়।

রাখাল। বটে! ছবি কার?

গোপাল। কি জানি কার! বাবু রাখে সোজা ক'রে। মা দেয় উল্‌টিয়ে। আর দুজনেই আমাদের বকে—কেন তুই সোজা ক'রে রাখলি, কেন তুই উল্‌টিয়ে দিলি!

রাখাল। এ যে মিলিটারি লোক। যুদ্ধে গিয়েছে, বেঁচে আছে, না, মারা গিয়েছে?

গোপাল। কি জানি! আমি আবার রাত্রে এই ঘরেই শুই, ভয় হয়, কখন ভূত হয়ে এসে চেপে ধরে।

রাখাল। ধরে, তোর কর্তা-গিন্নীকে ধরবে, চাকর-বাকরকে ধরতে যাবে কেন? ভূতের নজর মানুষের নজরের চেয়ে উঁচু।

গোপাল। তাদের কি আর ধরতে বাকি আছে! নইলে অমন ব্যাভার করে? না, ভাই, একটা চাকরি খুঁজে দে।

রাখাল। চাকরির তো অভাব ছিল না, যুদ্ধ থেমেই যত গোল বেধেছে। যুদ্ধটা আর কিছুকাল চললে ভদ্রলোকগুলোকে একবার দেখে নিতাম।

গোপাল। না ভাই, তা হ'লে ভদ্রলোকগুলোই আমাদের দেখে নিত।

রাখাল। কেমন ?

গোপাল। বেবাক ভদ্রলোক অভদ্র হয়ে পড়ত, আমরা পারতাম কেন? দেখিস নি, যুদ্ধের আগে যে ভদ্রলোক একটা মিথ্যে কথা বলবার আগে পাঁচ মিনিট ভাবত, যুদ্ধ বেধে অবধি পাঁচটা মিথ্যা কথা একনিশ্বাসে ব'লে যায়!

রাখাল। তা যা বলেছিস।

গোপাল। যারা যুদ্ধে গিয়েছে মানুষ খুন করছে, যারা যায় নি চুরি বাটপাড়ি করছে।

রাখাল। এ যে সব দামী কথা. পেলি কোথা ?

গোপাল। দামী সিগারেটে টান দিলে আপনি মনে আসে।

খুন্তির প্রবেশ

খুন্তি। গোপাল, আবার ছবিখানা সোজা ক'রে রেখেছ ?

গোপাল। মাইরি খুন্তি, এখন তো ছবির ভার আর আমাদের উপরে নেই, মিছে রাগ কর কেন ?

খুন্তি। তা হোক, তবু আমি গিন্নীমাকে জানাব।

গোপাল। জানিও। মল্লিকা ফুটলে কি আর ঘেঁটুফুলের কথা মনে থাকে ?

রাখাল। ব্যাপারটা কি ভাই ?

গোপাল। তা জান না বুঝি ? এ বাড়িতে একটি নবাবপুত্তুর আর একটি নবাবনন্দিনীর আগমন হয়েছে।

রাখাল। নূতন ঝি চাকর ?

গোপাল। ঝি চাকর ? তারাই কিছুদিন পরে কর্ত্তা-গিন্নীকে না ঝি-চাকর বানিয়ে ফেলে!

রাখাল। তবে তারা কি?

গোপাল। ঐ তো বললাম, নবাবপুত্তুর আর নবাবনন্দিনী। নামে চাকরি, কাজে বাবুগিরি।

রাখাল। একবার দেখতে পারলে হ'ত।

গোপাল। তারা কি এখন বাড়ি আছে?

রাখাল। তবে?

গোপাল। দুজনে বেড়াতে বেরিয়েছেন।

রাখাল। হাওয়া খেতে?

গোপাল। হাওয়া খেতে কি আর কিছু খেতে,তা জানব

রাখাল। ভদ্রলোকের ছেলে?

গোপাল। নিশ্চয়ই। ফরসা কাপড় পরে, খবরের কাগজ পড়ে, ইংরিজি পড়ে, ঝি-চাকরকে ধমকিয়ে কথা বলে—ভদ্রলোকের ছেলে নয় তো কি?

রাখাল। তা তোমরাই বা বেড়াতে যাও না কেন?

গোপাল। সেই কথাটাই তো ওকে (খুন্তিকে দেখাইয়া) বোঝাতে চেষ্টা করছি। বলি, দেখছ তো চোখের উপরে নজির! বলি, চল, আমরাও বেড়িয়ে আসি। বলি, আরে, দূরে যেতে না চাও, বাড়ির বাগানের মধ্যেই না হয় চল, সেখানে পুকুর আছে, হাওয়া বেশ ঠাণ্ডা। ব'সে দুটো মনের কথা বলি।

রাখাল। তা যা বল খুন্তি, কথাটা মন্দ নয়। বাড়ির চাকর পছন্দ না হয়, পাশের বাড়ির চাকর আছে তো?

খুন্তি। বাঃ, দুজনে বেশ জমিয়েছ দেখছি! গিন্নীমা এলেই আজ সব ব'লে দিচ্ছি।

গোপাল। কি বলবে? গোপাল আমাকে ভালবাসে—এই তো?

খুন্তি। না, বলব—

গোপাল। বুঝেছি, গোপাল তোমার নিন্দা করে?

খুন্তি। বলব—

গোপাল। ওঃ, ছবিখানা সোজা ক'রে দেয়?

খুন্তি। বলব, গোপাল তোমাদের সোফায় ব'সে তোমাদের সিগারেট খায় আর আড্ডা জমায়।

গোপাল। মাইরি খুন্তি, ও-কথা বলিস নে। তার চেয়ে বরঞ্চ নালিশ করিস যে, গোপাল আমাকে ভালবাসে।

এমন সময় বাহিরের দরজার কড়া নড়িয়া উঠিল

গোপাল। ওই বোধ হয় নবাবপুত্তুররা ফিরে এলেন! চল, স'রে পড়ি।

সিগারেটের ছাই ঝাড়িয়া ফেলিয়া সোফা কৌচ ঠিক করিয়া দিয়া তিনজনের প্রস্থান। বাহির হইতে ভিতরে প্রবেশের দ্বার দিয়া মল্লিকা ও তারকের প্রবেশ। মল্লিকা ও তারক এই মাত্র বেড়াইয়া ফিরিল, মল্লিকার হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ, দুইজনেই সুবেশ। মল্লিকা দেখিল যে, ছবিখানা সোজাভাবে আছে, অমনি সে দ্রুত সেখানা উল্টাইয়া দিল।

তারক। ওটা কি হ'ল? (সোজা করিয়া দিল) এই আমায় প্রতি আদেশ।

মল্লিকা। নিজের আদেশ পালনের দায়িত্ববোধ থেকেই বুঝতে পারছেন যে, অপরের উপরেও তার চাপ অপরিহার্য—এই আমার কর্তব্য।

ছবি উল্টাইয়া দিল

তারক। আপনি মূর্তিমতী কর্তব্য তা বুঝতে পারছি। কিন্তু ছবিটা

নিয়ে সারাক্ষণ যদি দুজনে কর্তব্যপালনেই নিযুক্ত থাকি, তা হ'লে অন্য কথা হবে কখন ?

মল্লিকা। কথা যত খুশী বলুন, কেবল ছবিতে হাত দেবেন না।

তারক। হায় হায়, 'বীরের ধর্মে, প্রভুর কর্মে, বিরোধ বাধিল আজ'। আসুন এক কাজ করা যাক। যতক্ষণ আমরা এ ঘরে আছি, ছবিটা খুলে টেবিলের উপর রাখা যাক, তারপরে মন খুলে গল্প করা যাক।

মল্লিকা। এ প্রস্তাব মন্দ নয়।

তারক ছবিখানা খুলিয়া টেবিলের উপরে রাখিল

মল্লিকা। দেখুন আপনি কথায় কথায় ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ থেকে, রবীন্দ্রনাথ থেকে কোটেশন করেন, আপনাকে শিক্ষিত ব'লেই মনে হচ্ছে।

তারক। আর আপনি সেই কোটেশন যখন ধ'রে ফেলেছেন, তখন আপনিও শিক্ষিত সন্দেহ নেই। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ? বসুন।

মল্লিকা একখানা চেয়ারে বসিল

মল্লিকা। শিক্ষিত বলাতে কি আপনি রাগ করলেন ?

তারক। না, রাগ করব কেন ? বরঞ্চ আপনার একখানা সার্টিফিকেট পেলে ভাল চাকরি মিলবে।

মল্লিকা। কেন, এ চাকরী বুঝি পছন্দ হচ্ছে না ?

তারক। কাল পর্যন্ত অপছন্দ ছিল, আজ থেকে পছন্দ শুরু হয়েছে।

মল্লিকা। হঠাৎ এ পরিবর্তন ঘটল কিসে ?

তারক। পরিবেশ, মল্লিকা দেবী, পরিবেশ—যাকে বিশুদ্ধ গৌড়ীয় ভাষায় বলে এন্‌ভায়রন্‌মেণ্ট !

এবারে সে মল্লিকার চেয়ারের হাতলের উপর বসিল

তারক। আশা করি, আপনারও পছন্দসই চাকরিটা?

মল্লিকা। না।

তারক। কেন এ স্থান তো মন্দ নয়!

মল্লিকা। এ স্থানটা বদলাতে হবে ভাবছি।

তারক। কখন?

মল্লিকা। এখনই।

এই বলিয়া সে অন্য চেয়ারে গিয়া বসিল

মল্লিকা। চাকরি বদল নয়, চেয়ার বদল।

তারক। তাই বলুন। তবে ভরসার মধ্যে ওটারও হাতল আছে।

মল্লিকা। তারকবাবু, ঘরে তো চেয়ারের অভাব নেই।

তারক। আর চেয়ারেও তো হাতলের অভাব নেই।

মল্লিকা। চেয়ারে না ব'সে ঐ হাতলের উপরে শিকল পরানো দাঁড়ের টিয়ের মত বসতে ভাল লাগে?

তারক। তা নির্ভর করে, শিকলটা কিসে গড়া আর পরাচ্ছে কে!

মল্লিকা। ধরুন, যদি বাপ-মায়ে পরাতে চায়।

তারক। তবে অবশ্যই পালাতে হবে।

মল্লিকা। পালাবেন কোথায়?

তারক। পালাবার জায়গা না থাকে—অজ্ঞাত বাস করব।

মল্লিকা। অজ্ঞাতবাস?

তারক। ও কি, চমকে উঠলেন কেন?

মল্লিকা। চমকাব কেন? আচ্ছা, হাতলের উপর ব'সে আছেন, লাগছে না?

তারক। খুব লাগছে। খুব ভাল লাগছে, সারা জীবন চেয়ারে বসেছি, কিন্তু তখন জানতে পারিনি যে, হাতলে বসায় এমন আনন্দ!

মল্লিকা। আপনি ভাল হয়ে এখানে বসুন, আমি অন্য চেয়ারে বসছি।

তারক। সত্যি ক'রে বলুন তো, আপনি এ চাকরীতে এলেন কেন?

চেয়ার পরিবর্ত্তন

মল্লিকা। আমিও তো ঐ প্রশ্ন আপনাকে করতে পারি?

তারক। অবশ্যই পারেন। তবে শুনুন। আমি একজন সোশালিষ্ট। নিপীড়িত জীবনের দুঃখ দূর করতে চাই, তাই চাকরীতে ভর্তি হয়ে তার অভিজ্ঞতা অর্জন করছি।

মল্লিকা। অভিজ্ঞতা লাগছে কেমন?

তারক। মন্দ নয়।

মল্লিকা। আবার এখানে কেন? ওখানেই তো বেশ ছিলেন।

তারক। বড় শুকনো লাগছিল, মানে—বড় শক্ত। আমার কথা বললাম। এবারে বলুন, আপনি এখানে এই চাকরি নিলেন কেন?

মল্লিকা। সে কথা শোনবার অধিকার কি অর্জন করেছেন?

তারক। এতবার হাতল পরিবর্ত্তনের পরেও কি করি নি?

মল্লিকা। তবে বেশ, শুনুন। সে অনেক কথা, কোথা থেকে আরম্ভ করব তাই ভাবছি। আমাদের সংসারে—

এমন সময়ে দ্বারে মোটরের হর্ন বাজিয়া উঠিল। চন্দ্রভানু, পূর্ণিমা প্রভৃতি ফিরিয়াছে। মল্লিকা কাহিনী আরম্ভ করিবার সুযোগ আর পাইল না, ভিতরের দ্বার দিয়া তাহারা দ্রুত প্রস্থান করিল। ছবিখানা টেবিলের উপরে পড়িয়া রহিল।

বাহির হইতে প্রবেশের দরজা দিয়া তিনজনে ঢুকিল। চন্দ্রভানুর হাতে একটি সাদা ফুলের মালা।

চন্দ্রভানু। ওয়াণ্ডারফুল।

পরাশর। লোকটা ট্যালেণ্টেড তাতে সন্দেহ নেই।

চন্দ্রভানু। এ কি, ছবিখানা এখানে এল কি ক'রে?

পরাশর। চাকরবাকরে কেউ এনে থাকবে।

চন্দ্রভানু। নন্‌সেন্স! তোমাব মনে পডছে পূর্ণিমা, ডক্টর দত্ত বলেছিলেন, মরা মানুষের ছবি অনেক সময়ে স্থানচ্যুত হয়?

পূর্ণিমা। কেন বল তো?

চন্দ্রভানু। তোমরা সব ভুলে ব'সে আছ। উনি বললেন যে, আত্মা যখন এক প্লেন থেকে অন্য প্লেনে যায় তখন একটা চঞ্চলতা অনুভব করে; ছবি পড়া তারই চিহ্ন।

পরাশর। অফিসাররা এক স্টেশন থেকে আর এক স্টেশন যখন বদলি হয় তখন যেমন তাদের ঘর-গেরস্থালী অগোছালো হ'যে পড়ে।

চন্দ্রভানু। পরাশর, তোমার উপমাগুলো খুব লাগসই, কিন্তু মনে নিষ্ঠার অভাব আছে।

পরাশর। নিষ্ঠার দোষ কি ভাই? ডক্টর দত্তর উক্তির পক্ষে তো কোনও প্রমাণ নেই।

চন্দ্রভানু। প্রমাণ আবার কাকে বলে? শুনলে না, হিমালয়ের গুহায় যে সব মহাপুরুষ আছেন তাঁদের সঙ্গে ও'র কথাবার্তা চলে?

পরাশর। তারও তো প্রমাণ আবশ্যক।

চন্দ্রভানু। দেখ, এসব জিনিসের ব্যবহারিক প্রমাণ পাওয়া যায় না; তা ছাড়া প্রমাণের অভাবটাই বা কি দেখলে? আমাদের

সামনেই তো ধ্যানস্থ হলেন, অমনি মুখ দিয়ে কত জ্ঞানের কথা বেরুতে লাগল!

পরাশর। কখনও ধ্যানস্থ হয় নি এমন অনেক লোকের মুখ দিয়ে জ্ঞানের কথা বেরুতে আমি শুনেছি, তুমিও হয়তো কখনও কখনও শুনে থাকবে।

চন্দ্রভানু। যুদ্ধ যখন জোর চলছে, তখন একদিন লর্ড কিচনার ওঁর কাছে এসেছিলেন, উনি ব'লে দিয়েছিলেন—কোন ভয় নেই, মিত্রপক্ষের জয় অবশ্যম্ভাবী।

পরাশর। একমাত্র ওঁর উক্তি থেকে বিশ্বাস করা ছাড়া তো সেটা জানবার আর কোন উপায় নেই!

চন্দ্রভানু। আসল কথা এতক্ষণে ধরেছ।! বিশ্বাস! বিশ্বাস! বিশ্বাস করা ছাড়া সত্যিই আর কোনও উপায় নেই। ঐ বিশ্বাসের বলেই প্রতিদিন শত শত নরনারী এঁর কাছে আসছে, কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—সেটা তো প্রত্যক্ষ ক'রে এলে।

পরাশর। তা বটে, লম্বা কিউ দেখে আমি তো প্রথমে কাপড়ের দোকান মনে করেছিলাম। কিন্তু আসল কারণ এবারের যুদ্ধটা। কত লোকের স্বামী পুত্র ভাই বন্ধু মারা গিয়েছে—একটুখানি সংবাদ পাবার আশায় বেচারারা সব ছুটে আসছে ওঁর কাছে, উনি হয়ে দাঁড়িয়েছেন এখন পরলোকের ডাকঘর।

চন্দ্রভানু। তোমার যেরূপ বাক্‌চাতুরী, তার অর্ধেকও যদি নিষ্ঠা থাকত!

পরাশর। আমার চেয়েও বাক্‌চাতুরী বেশী, এমন লোকের দেখা এবার পেয়েছি।

পূর্ণিমা। পরাশরবাবু, আপনি ডক্টর দত্তর প্রতি অবিচার করলেন। ডক্টর দত্ত বললেন মনে নেই যে, কাল রাতে উনি ডক্টর দত্তকে দেখা দিয়েছিলেন! বলেছিলেন, এখন উনি থার্ড প্লেনে আছেন।

পরাশর। আজ বোধ হয় ফোর্থ প্লেনে গেল, নইলে ছবি নড়বে কেন? ওখানে দেখছি প্রোমোশন খুব চটপট হয়। এখানে ও-রকম জলদি ব্যবস্থা থাকলে বেচারা মারা যেত না।

পূর্ণিমা ও চন্দ্রভানু। কেন, কেন?

পরাশর। এতদিনে জেনারেল হয়ে যেত। আর জেনারেলরা থাকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বহু দূরে—মারবে কে তাদের?

পূর্ণিমা। পরাশরবাবু, আপনি বড় নিষ্ঠুর।

পরাশর। মিথ্যা বল নি পূর্ণিমা। নাক দেখলেই আমার ঘুষি মারতে ইচ্ছা করে। মুখমণ্ডলের মধ্যে নাকটা এমনি একটা উদ্ধত ব্যাপার যে, ওটাকে একটা চ্যালেঞ্জ ব'লে মনে হয়—অমনি আমার হাতটা নিশপিশ ক'রে ওঠে।

পূর্ণিমা। পরের বিশ্বাসে আঘাত ক'রে এমন কি আনন্দ পান?

পরাশর। মানুষের মনে একটুখানি সংশয়-রস থাকা দরকার। দার্জিলিঙে দেখ নি, যে দিন আকাশে একটুখানি কুয়াশার আমেজ থাকে সৌন্দর্য যেন শতগুণ বেড়ে যায়!

চন্দ্রভানু। সেই জন্যেই তো কুয়াশাটা মিথ্যা।

পরাশর। সত্য মিথ্যার কথা হচ্ছে না—সুন্দর অসুন্দরের কথা। কে বলবে—কোন্‌টা সত্য, কোনটা মিথ্যা? কিন্তু সৌন্দর্য নিয়ে মতভেদের স্থান কোথায়? জীবনে সংশয় না থাকলে সৌন্দর্যহীন, আনন্দহীন ভালবাসাহীন পৃথিবী সাহারার সহোদর হয়ে উঠত। তার জন্যে একবিন্দু

সংশয়-রসের আবশ্যক। তোমরা বলছ, ডক্টর দত্তের কথা নির্জলা সত্য; আমি বলছি—সত্য কি মিথ্যা তা নিশ্চয় ক'রে জানি না।

চন্দ্রভানু। এস না, নিশ্চয় ক'রে ফেলা যাক। এই নির্জন ঘরে ব'সে তিনজনে তন্ময় হয়ে ভাবা যাক্, নিশ্চয় দেখা দেবে।

পরাশর। তোমরা দুজনে বরঞ্চ তন্ময় হবার চেষ্টা কর, আমি ততক্ষণ ঘুরে আসি। ফিরে এসে ফলাফল শুনব।

চন্দ্রভানু। না না, তুমি না থাকলে হবে না, ন্যূনপক্ষে তিনজন থাকা দরকার।

পরাশর। তুমি কি সত্যিই এ সব বিশ্বাস কর?

চন্দ্রভানু। পরাশর, তুমি কি সত্যিই এ সব অবিশ্বাস কর?

পরাশর। এর পরে আর যুক্তি নেই। এস, বসাই যাক্।

চন্দ্রভানু। দাঁড়াও, তার আগে ছবিখানা যথাস্থানে মালা দিয়ে সাজিয়ে রাখি।

ছবিখানা মালা দিয়া সাজাইয়া দেওয়ালে টাঙাইয়া রাখিল। তারপরে তিনজনে টেবিলের তিন দিকে চেয়ার টানিয়া বসিল। পূর্ণিমার পিঠ দর্শকের দিকে—তাহার মুখ জানলাটির দিকে—সেই জানলার বাহিরেই সদর-রাস্তা। সদর-রাস্তায় কেহ দাঁড়াইলে কোমর হইতে তাহার উর্ধ্বাংশ ঘর হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ণিমার দুই পাশে চন্দ্রভানু ও পরাশর। পূর্ণিমার সম্মুখে দেয়ালের এক স্থানে মালায় সজ্জিত পুরুষোত্তমের ছবি।

চন্দ্রভানু। এবারে মনটাকে সংহত করবার চেষ্টা কর।

পরাশর। ছবিটার দিকে তাকানো যাক।

চন্দ্রভানু। মনটাকে একেবারে শূন্য ক'রে ফেলতে চেষ্টা কর। এপারের আবর্জনা দূর হ'লে তবেই ওপারের লোকদের দেখা দেবার আবহাওয়া সৃষ্টি হয়।

পূর্ণিমা। প্রক্রিয়াটা আমার জানা আছে, বিভূতি বাঁড়ুজ্যের 'দেবযান' পড়েছি কিনা।

চন্দ্রভানু। নাও, আর কথা নয়। উঁহু, চোখ বুজতে হবে, একেবারে তন্ময় হওয়া চাই—অন্য চিন্তা চলবে না।

তিনজনের মুদ্রিত চক্ষু, তন্ময় অবস্থা

পূর্ণিমা। আমি যেন থার্ড প্লেনের আভাস পাচ্ছি।

চন্দ্রভানু। ডক্টর দত্ত সত্যিই বলেছেন যে, মেয়েদের তন্ময় হবার শক্তি পুরুষদের চেয়ে বেশি।

পরাশর। থার্ড প্লেনটা কি রকম?

পূর্ণিমা। অনেকটা ছাঁচি-কুমড়োর মত।

আবার সকলে নীরব। কিছুক্ষণ পরে

চন্দ্রভানু। আমি কিছুতেই সেকেণ্ড প্লেনের উপরে উঠতে পারছি না।

পরাশর। সেটা আবার কি রকম?

চন্দ্রভানু। অনেকটা নালিগুড়ের মত। তোমার কিছু মনে হচ্ছে না?

পরাশর। আমার কেবলই ধোঁকার ডালনার কথা মনে পড়ছে।

চন্দ্রভানু। ওটা ফার্স্ট প্লেন।

আবার সকলের মুদ্রিত চক্ষু, নীরবতা; হঠাৎ কিছুক্ষণ পরে পূর্ণিমা চোখ খুলিয়া জানলার দিকে তাকাইয়া চমকিয়া উঠিল

পূর্ণিমা। ও কে! ও কে!

পরাশর ও চন্দ্রভানু। এ কি! এ কি!

চন্দ্রভানু। বলেছিলাম, থিওজফি মিথ্যা হতে পারে না। এসেছে, এসেছে।

পূর্ণিমা যখন চোখ খুলিয়া 'ও কে, ও কে' বলিয়া উঠিল, সেই সময়ে দেখা গেল, জানলার বাহিরে রাস্তার উপরে সামরিক পোষাকে সজ্জিত পুরুষোত্তম রায় দণ্ডায়মান।

পরাশর। তাই তো!

চন্দ্রভানু। কোন্ প্লেনে ছিলে ভাই?

পুরুষোত্তম। বি. ও. এ. সি.।

চন্দ্রভানু। সেটা আবার কোন্ প্লেন? ডক্টর দত্ত তো বলেন নি! আচ্ছা, তার আগে?

পুরুষোত্তম। ব্যাঙ্ককের কাছে জাপানী বন্দী-শিবিরে।

চন্দ্রভানু। না না। তার পরে?

পুরুষোত্তম। ওখানেই বরাবর ছিলাম।

চন্দ্রভানু। আমরা স্পিরিচুয়াল প্লেনের কথা বলছি, অর্থাৎ মৃত্যুর পরে।

পুরুষোত্তম। (হাসিয়া উঠিয়া) গভর্মেণ্ট ভুল খবর পেয়ে ভুল খবর দিয়েছিল। আমি মরি নি। এখন ভিতরে আসতে দাও। এই যে; দরজা খোলাই আছে।

বাহির হইতে প্রবেশের দ্বারপথে পূর্ণ সামরিক সজ্জায় পুরুষোত্তমের প্রবেশ। মাল্যসজ্জিত নিজের ছবিখানা দেখিয়া

পুরুষোত্তম। আমাকে তা হ'লে ভোল নি দেখছি। ছবিতে যখন মালা দিয়েছ, কোন কারণে আজ কি আমাকে এক্সপেক্ট করছিলে?

ক্রমে চন্দ্রভানু ও পরাশর চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দুইজনেই কিং-কর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা, পরাশরের একটু অল্প। পূর্ণিমা চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইতে পারিল না, বসিয়া বসিয়া থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

পুরুষোত্তম। আফ্‌টার অল, বাড়ির মত জায়গা আর নাই; হোম—সুইট হোম। পূর্ণিমা যে বিধবার বেশ পরে নি, ভালই হয়েছে। সাধ্বী স্ত্রী মনে মনে ঠিক জানতে পারে যে স্বামী বেঁচেই আছে।

পুরুষোত্তম বাহু মেলিয়া পূর্ণিমার দিকে অগ্রসর হইতেই—

পূর্ণিমা। মা ধরিত্রী, দ্বিধা হও।

মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল

পুরুষোত্তম। জানতাম, প্রথম দর্শনে এমন ঘটবেই।

পরাশর। নাঃ, থিওজফি কখনোই মিথ্যা হতে পারে না। দেখা মিলল শেষ পর্যন্ত।

পুরুষোত্তম। কি বলছ?

পরাশর। বলছি—ওয়েলকাম ম্যান! বলছি—হোম, সুইট হোম।

আলো নিভিয়া গেল

॥ প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পুরুষোত্তমের বাড়ি—অর্থাৎ পূর্ববর্ণিত বাড়িটিই। তবে এবারে একতলার ড্রয়িং-রুম নয়, দোতলার ড্রয়িং-রুম। একতলার ড্রয়িং-রুমের উপরের ঘরটি, কাজেই সেই মাপের, আসবাবপত্র প্রায় সেই রকমই। ঘরের পটভূমিতে একটি দরজা, দরজায় পর্দা, সেটি একটি বেড-রুম, পর্দা সরিয়া গেলে খানিকটা দেখা যায়। ঘর দুইটির দুই দিকে টানা বারান্দা; বারান্দা হইতে ঘর দুইটিতে প্রবেশ-দ্বার, প্রত্যেক ঘরে প্রত্যেক দিকে একটি করিয়া দরজা; বেড-রুমের দরজা দেখা যায় না, কিন্তু সে পথে লোক-চলাচল করিবে, অর্থাৎ কোন লোক ইচ্ছা করিলে বাহির হইতে বেড-রুম দিয়া ড্রয়িং-রুমটিতে প্রবেশ করিতে পারে; দুই বারান্দার দুই দিকে নীচে হইতে উপরে উঠিবার সিঁড়ি; প্রত্যেক দরজার দুই পাশে দুইটি করিয়া জানলা; জানলা দিয়া বাড়ির পিছনের দিকে অবস্থিত বাগান ও পুকুর দেখা যায়; সেটা বাড়িরই অংশ। ঘরটির দেয়ালে খান-দুই তলোয়ার টাঙানো; বুঝিতে পারা যায় বাড়ির মালিকের তলোয়ারের শখ আছে। সময় পরদিন বিকাল।

গোপাল। খুন্তি, তুমি সত্যিই কর্পূরের মত।

খুন্তি। ওঃ, কালো ব'লে বুঝি ঠাট্টা হচ্ছে?

গোপাল। ঠাট্টা কিসের?

খুন্তি। কর্পূরের মত রঙ বলা হচ্ছে!

গোপাল। না না, রঙের কথা ভাবি নি, ভাবছি কর্পূরের মত উবে গিয়েছ, এত যে খুঁজছি দেখা পাই নে।

খুন্তি। পাবে কি ক'রে? কাল থেকে বাড়িতে যে উথল-পাথাল চলছে, কারও মাথা কি ঠিক আছে?

গোপাল। আছে খুন্তি, আছে—এ বাড়িতে এমন দুটি মাথা আছে, যারা ক্রমেই সঠিক হয়ে আসছে। আর সকলে বেঠিক, তারা ঠিক সঠিক।

খুন্তি। কেবলই ঠিক ঠিক, এখন টিকটিকির ডাক রাখ। কি বলতে চাও বল ?

গোপাল। বলতে হবে কেন—এই জানলা দিয়ে চেয়ে দেখ না, কপালে চোখ দুটো যতক্ষণ আছে কাজে লাগাও।

খুন্তি। ওতে আর দেখবার কি আছে ? ওরা দুজন পুকুর-ধারে বেঞ্চির উপর ব'সে গল্প করছে। ও আমি অনেক দেখেছি।

গোপাল। অনেক দেখেছ, তবু শিক্ষা হ'ল না ?

খুন্তি। ওতে আবার শেখবার কি আছে ?

গোপাল। শেখবার নেই ? অমনি নিরিবিলি ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে ব'সে গল্প করতে ইচ্ছা করে না ?

খুন্তি। এখন তোমার আধিখ্যেতা রাখ। দিদিমণি কাল থেকে সেই যে মুখ গুঁজে প'ড়ে আছে না বলেছে একটা কথা, না খেয়েছে এক চুমুক দুধ।

গোপাল। তাও বলি বাপু, তুই লড়াইয়ে মরেছিলি মরেছিলি—আবার অসময়ে ফিরে আসা কেন ?

খুন্তি। দেখ, মুখ সামলে কথা ক'য়ো, বাড়ির ছেলে বাড়িতে ফিরে আসবে না ?

গোপাল। ও বাবা! কেমন ক'রে জানব যে তুমি বাবুর দিকে! আমি ভেবেছিলাম, তুমি দিদিমণিরই দিকে। তাই বাবুকে একটু—

খুন্তি। এর মধ্যে আবার দিকাদিকি কি ?

গোপাল। আমিও তাই বলি।

খুন্তি। অন্য ঘরে গিয়ে ব'লো।

গোপাল। সেই ভাল। তোমার ঘরে গিয়েই বলি গে।

প্রস্থান

পূর্ণিমা। (বেড-রুম হইতে) খুন্তি, একবার মল্লিকাকে ডেকে দে তো!

খুন্তি। এখুনি দিচ্ছি দিদিমণি। (জানলায় মুখ বাহির করিয়া) মল্লিকাদিদি, দিদিমণি তোমাকে ডাকছেন।

নীচে হইতে মল্লিকার কণ্ঠস্বর শোনা গেল

মল্লিকা। বল, আসছি।

খুন্তি। (বেড-রুমের দরজার নিকটে গিয়া) আর কিছু চাই দিদিমণি?

পূর্ণিমা। (ভিতর হইতে) না, তুই এখন নীচে যা।

খুন্তির প্রস্থান

মল্লিকার প্রবেশ। মল্লিকা দেখিল, বেড-রুমের দরজা বন্ধ। সে দরজায় আঘাত করিবে, এমন সময় দ্রুতপদে তারক আসিয়া তাহার পিঠ ছুঁইল।

(এখানে দুইজনে মৃদুস্বরে কথাবার্তা বলিবে)

মল্লিকা। আবার কি?

তারক। আসল কথাটাই বলতে ভুলে গিয়েছি! এই ফর্মখানা নাও, এখনি একটু সময় ক'রে ঘর-পুরণ ক'রে সই ক'রে রেখো।

মল্লিকা। কাল হ'লে হয় না?

তারক। না, কাল দশটার মধ্যে ম্যারেজ-রেজিস্টারের আপিসে পৌঁছানো দরকার। আমার ফর্ম পূরণ ক'রে রেখেছি, তোমার-খানা পেলেই সন্ধ্যাবেলা গিয়ে আমার এক বন্ধুর হাতে দিয়ে আসব, কাল সে পৌঁছে দেবে।

মল্লিকা। কি কি লিখতে হবে?

তারক। সে কিছু কঠিন নয়—তোমার নাম, ঠিকানা, বয়স, ফাদার্স নেম, আর স্বাক্ষর, বাকি আমি বসিয়ে নেব।

মল্লিকা। এখনি ক'রে দিই না কেন?

পূর্ণিমা। (ভিতর হইতে) খুন্তি!

মল্লিকা। খুন্তি নীচে গিয়েছে, আমি এসেছি।

দরজায় আঘাত এবং আরও মৃদুস্বরে তারকের প্রতি

মল্লিকা। এখন আর হ'ল না। একটু ফাঁক পেলেই লিখে তোমার হাতে দিয়ে আসব।

তারকের প্রস্থান। বেড-রূমের দরজা খোলা পাইয়া মল্লিকার ভিতরে প্রবেশ; এখন ভিতরে দুইজনে কথোপকথন হইবে, কণ্ঠস্বরে কে কি বলিতেছে বুঝিতে হইবে।

পূর্ণিমা। বাড়িতে এখন কে কে আছে?

মল্লিকা। বাবুরা কেউ নেই।

পূর্ণিমা। কাল রাতে?

মল্লিকা। বাবুরা কেউ ছিল না। পুরুষোত্তমবাবু বেরিয়ে গিয়েছিলেন পরাশরবাবুর সঙ্গে, আর চন্দ্রভানুবাবু তার আগেই বেরিয়ে গিয়েছিলেন একাই। এখনও কেউ ফেরেন নি।

পূর্ণিমা। মল্লিকা, মেয়েমানুষের প্রাণ বড় শক্ত, নয়?

মল্লিকা। ওসব কথা এখন থাক্। বন্ধ ঘরে শুয়ে শুয়ে শরীর খারাপ ক'রে ফেলবে যে! চল, বাইরের ঘরে গিয়ে একটু বসবে, খোলামেলা পেলেই ভাল লাগবে।

পূর্ণিমাকে ধরিয়া লইয়া মল্লিকার প্রবেশ। পূর্ণিমাকে একখানি চেয়ারে বসাইয়া দিল। এখানে পূর্ণিমাকে রঙ্গমঞ্চে আনিবার একমাত্র কারণ—এক রাত্রের মধ্যে তাহার অবস্থা কি হইয়াছে দেখানো, পাকা ধানের ক্ষেতের উপর দিয়া রাতারাতি প্রচণ্ড বন্যা চলিয়া গেলে যে রকম অবস্থা হয়, অনেকটা সেই রকম।

মল্লিকা। এই জানলাটা খুলে দিই, হাওয়া আসুক।

একটা জানলা খুলিয়া দিল

মল্লিকা। দিদিমণি, পুরুষোত্তমবাবু আর পরাশরবাবু বাড়িতে ঢুকছেন বাগানের গেট দিয়ে।

পূর্ণিমা। বোধ করি উপরে আসবেন।

মল্লিকা। অসম্ভব নয়।

পূর্ণিমা। চল, ভিতরে যাই।

মল্লিকা। বেড-রুমে ?

পূর্ণিমা। না না, বেড-রুমে আমার স্থান নেই। চল, ঐ ছাদের ঐ কোণে।

দুইজনের বেড-রুমের ভিতর দিয়া প্রস্থান। উত্তেজিতভাবে পুরুষোত্তমের সঙ্গে পরাশরের প্রবেশ ; পুরুষোত্তমের গায়ে গত রাত্রের পূর্ণ সামরিক পোশাক।

পুরুষোত্তম। আই ওয়াণ্ট মাই ওয়াইফ ব্যাক। দ্যাট ইজ পজিটিভ।

পরাশর। ভাই পুরুষোত্তম, কাল সন্ধ্যার পর থেকে এই কথাটা অন্তত পাঁচ হাজার বার শুনলাম। একবার স্থির হয়ে ব’স দেখি।

পুরুষোত্তম। বসব! ইম্‌পসিব্‌ল্‌।

পরাশর। তুমি না ব’স, আমি বসলাম, আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারি

না। একবার ভাব দেখি, কাল সারাটা রাত কি ভাবে কেটেছে। ময়দানের মধ্যে তোমার পিছন পিছন ঘুরে, মনুমেণ্টের তলায় যুগল মনুমেণ্টের মত দাঁড়িয়ে—পুলিসে যে ধ'রে নিয়ে হাজতে ভরে নি সেই যথেষ্ট।

পুরুষোত্তম। কোথায় আর যাব বল?

পরাশর। আমার বাড়িতে যেতে পারতে, এখানে আসতে পারতে।

পুরুষোত্তম। এখানে? এ কার বাড়ি?

পরাশর। তোমার ব'লেই তো জানতাম।

পুরুষোত্তম। জানতে। কিন্তু এখন আর নয়।

পরাশর। তা হ'লে আজকে সারাদিন যেমন মাঠে ঘাটে ঘুরে কাটিয়েছি, রাতটাও কি তেমনি ঘুরে কাটাতে হবে নাকি?

পুরুষোত্তম। তুমি বিশ্রাম কর গে যাও।

পরাশর। আর তুমি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে প'ড়ে সকল সমস্যার সমাধান কর।

পুরুষোত্তম। মরব? না, মারব। গত চার বছর ধ'রে খুন করবার শিক্ষা পেয়েছি, খুন করবার জন্য উৎসাহ পেয়েছি, খুন করবার জন্য বেতন পেয়েছি, চোখের সম্মুখে দেখেছি বড় বড় সব খুনে ভি. সি. হয়েছে, এম. সি. হয়েছে, প্রাইভেট সৈনিক থেকে কর্নেল হয়ে গিয়েছে। সেই শিক্ষা আজ কাজে লেগে যাবে। (উত্তেজিতভাবে এধার ওধার পায়চারি করিতে করিতে) এই যে আমার বুকে রঙিন ফিতে দেখছ, এ কিসের পুরস্কার জান? খুন করবার। একদিন জঙ্গলের মধ্যে তিনজন জাপানীকে দেখতে পেলাম, তারা আমাকে দেখতে পাবার আগেই আমি তাদের তিনজনকেই সাবড়ে দিলাম। সেদিন আমি সকলের চোখে প্রকাণ্ড

হীরো—বীরপুরুষ! (কিছুক্ষণ থামিয়া) আর এই যে ফিতেটা দেখছ, এটা কিসের পুরস্কার জান?

পরাশর। অবশ্যই জাপানী খুন করবার।

পুরুষোত্তম খুন করবার, তবে জাপানী নয়।

পরাশর। নিজের দলের লোকও খুন করেছ নাকি?

পুরুষোত্তম। করি নি? তবে মিলিটারি ক্রস অর্থাৎ এম. সি. পেলাম কি ক'রে?

পরাশর। এটা তো নতুন।

পুরুষোত্তম। মোটেই নতুন নয়, অত্যন্ত পুরাতন। অন্ধকারে নিজের দলের একজন তাঁবুতে ফিরছিল, পায়ের শব্দ তাক ক'রে গুলি করলাম। শেষে কাছে গিয়ে দেখি, লোকটা আমাদের পক্ষের। যাক গে, জাপানী গুপ্তচর ব'লে রিপোর্ট করলাম। উপরে নাম চ'লে গেল। কিছুদিন পরে এম. সি.-র হুকুম এল।

পরাশর। আশ্চর্য।

পুরুষোত্তম। মোটেই আশ্চর্য নয়, জাপানীরাও এইভাবে অনেক জাপানী মেরেছে। আবার অনেক সময়ে কাউকে না মেরেই মারবার রিপোর্ট দিয়েছে, নইলে খুনের তালিকা বীরত্বের কোঠায় পৌঁছবে কি ক'রে? আমাকেও নিশ্চয় ঐভাবে মেরেছিল। (একটু থামিয়া) শোন পরাশর, এতদিন পরের রাজ্য ফিরে পাবার জন্যে লড়েছি, এবারে দরকার হ'লে নিজের স্ত্রীকে ফিরে পাবার জন্যে লড়ব।

পরাশর। সেটা বে-আইনী।

পুরুষোত্তম। বে-আইনী! হাজার রকমের আইনে-ঘেরা বিধি-নিষেধের নিরাপদ দুর্গে ব'সে তোমরা জীবনের এক রূপ দেখেছ। আর

আমরা? আমরা জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে জঙ্গলের আইন শিখেছি। সেখানে প্রাণ বাঁচাতে গেলে খুন, আশ্রয় নিতে গেলে খুন, খাদ্য সংগ্রহ করতে গেলে খুন, সে অভ্যাস কি এত সহজে ভুলতে পারি? হত্যাই আমাদের কাছে জীবনের নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পরাশর। তোমার সঙ্গে আবার কে?

পুরুষোত্তম। আমার মত যে সব লক্ষ খুনে সৈন্য যুদ্ধাবসানে সমাজের বুকে ফিরে এসেছে, সেই ষোল টাকার সেকেন্দারশার দলই তোমাদের আইনের নিশ্চিন্ত আরামের দুর্গকে উপড়ে ফেলে দেবে। আমাদের খুন করতে শিখিয়ে তোমরা নির্বিঘ্নে থাকবে, এমন মনেও চিন্তা ক'রো না। হয় খুন করবার মত শত্রু চাই, নয়—(কণ্ঠস্বর নীচু করিয়া) সে স্কাউণ্ড্রেলটা গেল কোথায়? কাল অন্ধকারের মধ্যে সেই যে স'রে পড়ল, আর দেখা পেলাম না।

পরাশর। কার কথা বলছ? পূর্ণিমার?

পুরুষোত্তম। পরাশর, পরাশর! স্কাউণ্ড্রেল! পূর্ণিমা!

রুমালে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িল

পরাশর। না বুঝে আঘাত করেছি, মাপ কর।

পুরুষোত্তম। পরাশর, চার বছর আমার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান ছিল পূর্ণিমা। বন্ধুরা বিদ্রূপ ক'রে বলত, পুরুষোত্তমের আকাশ পূর্ণিমায় চির-উজ্জ্বল। এই দেখ, (বুক-পকেট হইতে পূর্ণিমার একখানা ফোটোগ্রাফ টানিয়া বাহির করিল) চার বছর বুকে বুকে রেখেছি, এক মুহূর্ত বুকছাড়া করি নি। ছবিখানা বাইরে যত ম্লান হয়ে এসেছে, মনে তত উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। এই মুখের প্রত্যেকটি রেখা আমার মুখস্থ। (একটু

থামিয়া) শেষ বছরটা কেটেছে জাপানী বন্দী-শিবিরে, পূর্ণিমার কোনও খবর পাই নি। একমাত্র ভরসা ছিল ঐ ছবিখানা, দিক্‌ভ্রান্ত নাবিকের কাছে ধ্রুবতারা। তখন ভাবতাম কি জান? কোনও খবর না দিয়ে হঠাৎ একদিন ফিরে গিয়ে পূর্ণিমাকে বিভ্রান্ত ক'রে দেব। ভগবান! তাই দিলাম। (একটু থামিয়া) পরাশর, তুমিই সুখী।

পরাশর। সুখ কিসে দেখলে?

পুরুষোত্তন। বিয়ে কর নি।

পরাশর। বিয়ে করি নি সত্য, তাই তো আমার বন্ধুনীর অভাব নেই। সংসারে সকলেরই দুঃখ আছে, কেবল সব দুঃখের রকম এক নয়—এই যা প্রভেদ।

পুরুষোত্তম। তোমার দুঃখের স্বরূপ কি?

পরাশর। আমার পথ গ্রহণ না করলে আমার দুঃখের স্বরূপ বুঝবে কি ক'রে?

পুরুষোত্তম। তোমার পথটা কি শুনি?

পরাশর। তোমরা স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে মাত্র একটাই সম্বন্ধ জান—স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ। আরও একটা সম্বন্ধ সম্ভবপর।

পুরুষোত্তম। আর কি সম্ভবপর?

পরাশর। নর-নারীর সম্বন্ধ—অর্থাৎ সম্বন্ধটা বন্ধুত্বের। আমার স্ত্রী-বন্ধুর অভাব নেই, জানই তো। আমার যদি তোমার মত অবস্থা হ'ত, তবে আর বিয়ের কথা মনেই ভাবতাম না—না অতীতের, না ভবিষ্যতের।

পুরুষোত্তম। কেন?

পরাশর। এক কলসী জল মাথায় বহন করলে কিছুক্ষণের মধ্যেই

ঘাড়ে ব্যথা ধ'রে যায়; কিন্তু এক সমুদ্র জলে ডুব দাও, কোন ভার নেই। বিবাহ এক কলসী জল, বন্ধুত্ব অগাধ সমুদ্র, তাতে ভার নেই, দায়িত্ব নেই, আছে অবাধ বিহারের মুক্ত আনন্দ।

পুরুষোত্তম। তাই বুঝি তুমি বিবাহ কর নি?

পরাশর। ঠিক ধরেছ।

পুরুষোত্তম। কিন্তু সমুদ্র তোমাকে চিরকাল বিহারের অধিকার দেবে না।

পরাশর। এক সমুদ্র না দেয়, আর এক সমুদ্রে চ'লে যাও। জান তো সমুদ্র সাতটা, পৃথিবীর বারো আনাই জলময়।

পুরুষোত্তম। কিন্তু তোমার বন্ধুনীরা তো চিরকাল অবিবাহিত থাকবে না!

পরাশর। বন্ধুনীর অভাব কি? তা ছাড়া, এমন ক্ষেত্রে বন্ধুত্ব কর, যেখানে আর বিবাহের আশঙ্কা নেই।

পুরুষোত্তম। অর্থাৎ?

পরাশর। অর্থাৎ, বিবাহিতার সঙ্গে বন্ধুত্ব কর।

পুরুষোত্তম। তার স্বামী দেবে কেন?

পরাশর। সব স্বামী দেবে না। কিন্তু অনেক স্বামীকেই এ বিষয়ে পণ্ডিত দেখবে, দেখবে—তারা বিপদে অর্ধত্যাগ করতে অসম্মত হবে না। স্ত্রীকে ঘরে রাখবার আশায় তার সঙ্গসুখ খানিকটা তারা ত্যাগ করতে শিখবে। বিশেষ তার স্ত্রী যখন বন্ধুর সঙ্গে ঘুরছে, মনে ক'রো না, স্বামী নিষ্ক্রিয় হয়ে ব'সে আছে। খোঁজ নিলে জানতে পাবে, সেও তখন অন্য পরস্ত্রীর সঙ্গসুখ ভোগ করছে।

পুরুষোত্তম। আজগবি।

পরাশর। মোটেই নয়। বর্তমান অবাধ মেলামেশার যুগে বিবাহিত সম্বন্ধকে রক্ষা করবার এই হচ্ছে গিয়ে একমাত্র উপায়। আমাদের সমাজ যখন গ্রামাশ্রয়ী ছিল, প্রত্যেক গ্রাম যখন একটি বৃহৎ পরিবারের মত ছিল, অপরিচিত লোকের সঙ্গে মুখোমুখি হবার সমস্যা যখন আদৌ ছিল না, বিবাহের একনিষ্ঠা তখনকার বস্তু। এখন সভ্যতা নগরাশ্রয়ী, এখানে অবাধ মেলামেশা—ট্রামে বাসে, স্কুলে কলেজে, সিনেমা থিয়েটারে, খেলার মাঠে এবং বাজারে। এ রকম ক্ষেত্রে বিবাহের একটিমাত্র দরজা মানুষের স্বাভাবিক চলাচলের পক্ষে যথেষ্ট নয়। মনের সবটুকু তাতে ভরে না। তাই প্রাচীন সংস্কারের দেয়ালে একটা জানলা ফুটিয়ে দেবার প্রয়োজন হয়েছে। সেই জানলাই হচ্ছে বন্ধুত্ব।

পুরুষোত্তম। কিন্তু সতীত্ব?

পরাশর। জানলা দিয়ে চোখ যায়, দেহ যেতে পারে না।

পুরুষোত্তম। কিন্তু দেহ যদি চোখকে অনুসরণ করতে চেষ্টা করে?

পরাশর। কেউ কেউ জানলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে প'ড়ে আত্মহত্যা করবে, তাই ব'লে জানলাহীন বাড়ি গড়া চলে না।

পুরুষোত্তম। তুমি বলছ, দেহ-মনের ধর্ম এক নয়?

পরাশর। আমি বলছি, বন্ধুত্ব ও বিবাহের ধর্ম এক নয়। বন্ধুত্বের দেবতা কন্দর্প, বিবাহের দেবতা প্রজাপতি, একটা ব্যক্তিগত আর একটা সামাজিক, একটার জন্য তোমার কারও কাছে কোন জবাবদিহি নেই, আর একটার জবাবদিহি সমাজের সর্বজনের কাছে।

পুরুষোত্তম। এ কি মারাত্মক ফিলজফি! স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ তা হ'লে এখানে এসে দাঁড়িয়েছে! ভগবান! এমন ফিলজফির উদ্ভব কবে হ'ল— কখন হ'ল? যুদ্ধে যখন রওনা হয়েছিলাম, তখনও তো এমন ছিল না!

সে তো এই সেদিনের কথা। আজ ফিরে এসে দেখছি, পায়ের তলাকার পুরাতন আশ্রয়কে কে যেন সরিয়ে নিয়েছে! দাঁড়াতে যাই, মহাশূন্যে ঘুরতে ঘুরতে পড়ছি। পুরাতন পথ, পুরাতন জগৎ, পুরাতন সম্বন্ধ, পুরাতন মাটি—কিছুই নেই। আবার পুরাতনের ধ্বংসস্তূপে নূতনের পথেও অলঙ্ঘ্য বাধা। এর চেয়ে যে যুদ্ধ চলাই ভাল ছিল। এখন নেশা ছুটেছে, চিন্তা ধরেছে—যে-চিন্তার অবসান নেই। না, পাগল হয়ে যাব।

পরাশর। পুরুষোত্তম, মানুষে ছয় বছরে ছয় শতাব্দী অতিক্রম ক'রে গিয়েছে।

পুরুষোত্তম। কিন্তু কোথায় গিয়েছে! পুরাতন জগতের ধ্বংস-স্তূপের তলে চাপা-পড়া মানুষের আর্ত স্বরে নরকের প্রেতের চোখেও জল আসে।

পরাশর। সে কথা ঠিক। এ যুদ্ধকে বোমার যুদ্ধ বলা হয়েছে। বোমার আঘাতে কত যুগের পুরাতন বাড়ি-ঘর ভেঙে প'ড়ে নূতন দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হয়ে গিয়েছে। এই যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় মনের মধ্যেও তেমনি বোমাবর্ষণ করেছে, যার ফলে পুরাতন সংস্কারের সব বাধা ভেঙে প'ড়ে নূতন জগৎ অবারিত ক'রে দিয়েছে। যুদ্ধের ফলে রাজ্যে রাজ্যে পুরাতন সম্বন্ধ যে শুধু বদলে গিয়েছে তা নয়, সামাজিক সম্বন্ধেরও আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। স্বামী স্ত্রী, পিতা-পুত্র—ভাই-বোন, কোন সম্বন্ধই আর আগের ভিত্তিতে অবিচলিত নেই।

পুরুষোত্তম। তুমি যাকে বন্ধুত্ব বলছ, তার পরিণাম কি বিবাহ নয়?

পরাশর। বন্ধুত্বের পরিণাম স্বামীত্বেও হতে পারে, শত্রুতাতেও হতে পারে, ওটা 'নো ম্যান'স্ ল্যাণ্ড।' সেইজন্যেই তো এমন ক'রে চিত্তকে আকর্ষণ করে।

পুরুষোত্তম। সর্বনাশ!

পরাশর। আসল সর্বনাশ—নো ম্যান'স্ ল্যাণ্ড নয়, যে-কারণে নো ম্যান'স্ ল্যাণ্ড ঘটেছে—সেই যুদ্ধটা! যার ফলে সব নাড়া খেয়ে ফাটল ধরেছে। তবে একটা ঘটনা শোন। আমার পরিচিত একটি মহিলা স্বামী-পুত্রকে খাওয়াতে পারবে আশায় নার্স হয়ে যুদ্ধে গেল। সে ছিল আদর্শ পত্নী, ফিরে এসে আর ঘরে থাকতে পারল না—কোথায় চ'লে গেল। শুনেছি আবার বিয়ে করেছে।

পুরুষোত্তম। এ জন্য অবশ্যই সে দায়ী।

পরাশর। কেউ দায়ী নয়, বন্ধু, কেউ দায়ী নয়। স্বল্পপরিসরে দেখলে যে দায়িত্ব ব্যক্তিগত, বৃহৎ পরিসরে বিচারের ফলে তার দায়িত্ব পড়ে—

পুরুষোত্তম। সমাজের উপরে?

পরাশর। যেখানেই পড়ুক, ব্যক্তির উপরে নয় নিশ্চয়।

পুরুষোত্তম। তার মানে তুমি বলতে চাও, আমরা কেউ নিজ কাজের দায়িত্ব বহন করি নে।

পরাশর। ও-রকম একটা দায়িত্ব নির্ণয় না করলে সমাজ-ব্যবস্থা অচল হয়। কিন্তু সামাজিক বিচারই চরম বিচার নয়।

পুরুষোত্তম। ব্যক্তিও নয়, সমাজও নয়! তবে কি?

পরাশর। তবে কি জানি না। কেবল জানি, চিরদিন যে আশ্রয়ে পরম নিশ্চিন্ত মনে ছিলাম হঠাৎ তা স'রে গিয়েছে—নীচে অতল শূন্যতা। ভীমবেগে আমরা পড়তে পড়তে চলেছি।

পুরুষোত্তম। থাম, থাম, যার মাথা ঘুরছে তাকে আর ঠেলা দিয়ো না। হোমারের ওডিসি কাব্য পড়েছ? ট্রয়ের যুদ্ধক্ষেত্রে দশ বৎসর যুদ্ধ

করবার পরে গ্রীক সৈন্যদের মনে বাড়ি ফেরবার যে দুর্নিবার আগ্রহ জেগেছিল—তারই পরিণাম ওডিসি কাব্য। ওডিসি বাড়িমুখো সৈন্যদলের রামায়ণ, যাদের রক্তে রণোন্মাদনা শান্ত হয়ে গৃহের শান্তির করুণ কূজন জেগেছে। আমরা এ যুগের রণক্লান্ত ইউলিসিস্, সার্সি (Circe) নয়, পেনিলোপির জন্য আমাদের আকাঙ্ক্ষা। কাজেই ভাই, ও-বন্ধুত্বের ফিলজফি আমাদের বোঝাতে এসো না।

পরাশর। এ বিষয়েও তোমাদের নূতনত্বের দাবি নেই।

পুরুষোত্তম। কেন?

পরাশর। এই ফিলজফিটা চন্দ্রভানুকেও বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম, পারি নি।

পুরুষোত্তম। কি উপলক্ষ্যে?

পরাশর। সে যখন পূর্ণিমাকে বিবাহ করবার প্রস্তাব করলে—

পুরুষোত্তম। আমার মৃত্যু-সংবাদ পাওয়ার পরে?

পরাশর। আগে অবশ্যই নয়।

পুরুষোত্তম। সে কি বললে?

শরাশর। তুমি যা বললে, ঠিক সেই কথা—অর্থাৎ বিবাহ করবে।

পুরুষোত্তম। আর পূর্ণিমা।

পরাশর। সে এক বছর রাজি হয় নি।

পুরুষোত্তম। এক বছর! বারো মাস! বাহান্ন সপ্তাহ! তিনশো পঁয়ষট্টি দিন পতিশোক পত্নীর মনে থাকে! আশ্চর্য!

পরাশর। শূন্যতাকে আঁকড়ে সারাজীবন থাকতে যদি সে না পারে?

পুরুষোত্তম। তাই ব'লে হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ?

পরাশর। হিন্দু বিধবাও যে মানুষ। বিধাতা মানুষ গড়েছেন,

তোমরা হিন্দু মুসলমান করেছ; বিধাতা নারী গড়েছেন, তোমরা সধবা বিধবা সাজাচ্ছ। তা ছাড়া ভুলে যেয়ো না যে, হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ হিন্দু আইন মতেই সিদ্ধ।

পুরুষোত্তম। তা বটে। আইন মতেই সে আমার বিষয়-সম্পত্তি বাড়ি-ঘর সব নিয়ে অপরে প্রাণ সমর্পণ করেছে।

পরাশর। ঠাট্টা করতে পার, কিন্তু পূর্ণিমার তখনকার দুঃখ দুশ্চিন্তা উদ্বেগ সঙ্কটের কথা আমি কিছু কিছু জানি।

পুরুষোত্তম। দুঃখ দুশ্চিন্তা! আমি একবর্ণও বিশ্বাস করি নে।

পরাশর। তবে না শোনাই ভাল, তা ছাড়া সে সব কথা কাউকে বলতে সে নিষেধ করেছিল।

পুরুষোত্তম। আমাকেও?

পরাশর। তুমি তো তখন হিসাবের মধ্যে ছিলে না।

পুরুষোত্তম। তবে বল। তাই ব'লে ভেবো না যে, আমি একটা কথাও বিশ্বাস করছি?

পরাশর। বেশ তো, না হয় অবিশ্বাস ক'রেই শুনে যাও। তবে এটাও মনে রেখো যে, আমারও বলবার ইচ্ছা নেই। যাই হোক, যদি শুনতে চাও তো স্থির হয়ে ব'ল, ছটফট করলে চলবে না। নাও, ওখানে ব'স।

পুরুষোত্তম একখানা আরাম-চেয়ারে বসিলে পরাশর আরম্ভ করিল

পরাশর। তোমার মৃত্যু-সংবাদ পাবার পরে, পূর্ণিমার সে কি কান্না! এমন ক'রে কাঁদতে আর কোন মেয়েকে দেখেছি মনে পড়ে না। রাত দিন এক ক'রে আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে কান্না; কান্না যদি বা থামে, অমনি মূর্ছা আরম্ভ হয়—

পুরুষোত্তম। আগেও ওর মাঝে মাঝে মূর্ছা হ'ত।

পরাশর। তখন ওর মাসতুতো বোন ঊর্মিলা এসে ওকে দার্জিলিং নিয়ে গেল। দু মাস পরে যখন ফিরল, দেখি, ও অর্ধেক হয়ে গিয়েছে, আর কান্না তখনও শরতের বৃষ্টির মত র'য়ে র'য়ে ঝরছে। যাই হোক, এইভাবে চলে, চন্দ্রভানু এসে দেখাশোনা করে।

পুরুষোত্তম। রাস্কেল!

পরাশর। তুমিই তাকে ব'লে গিয়েছিলে।

পুরুষোত্তম। ব্রীচ অব্ ট্রাষ্ট!

পরাশর। তারপরে আবার নতুন ক'রে পূর্ণিমার কান্না শুরু হ'ল। ঊর্মিলা এখানেই ছিল; তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম যে, চন্দ্রভানু ওকে বিবাহ করবার প্রস্তাব জানিয়েছে।

পুরুষোত্তম। শয়তান!

পরাশর। আবার কান্নার ভারে ওর শরীর ভেঙে পড়ল। শেষে জীবন-সংশয়ের ভূমিকা। এর পরেও কি বলতে চাও, পূর্ণিমার দোষ আছে?

পুরুষোত্তম। কিন্তু তার পরেও তো আছে।

পরাশর। অবশ্যই আছে, কিন্তু তুমি কি কেবল ঘটনা দিয়েই বিচার করবে, মানসিক সংগ্রামটাকে একেবারেই দেখবে না? ভাব• দেখি, কি প্রচণ্ড সংগ্রাম চলেছে ওর হৃদয়ে, সব যে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছে।

পুরুষোত্তম। আমি জানতাম, জানতাম। জানি, যুদ্ধে রওনা হবার আগে একদিন—

রুমালে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল

পরাশর। তবে? নিষ্ঠুর ঘটনাচক্র কি একটা অসহায় নারীর চেয়ে প্রবল নয়? একবার পূর্ণিমাকে ডাকি, কি বল?

পুরুষোত্তম। নেভার! কখনো না, তুমি যদি ভেবে থাক সেই উদ্দেশ্যে আমি এ বাড়িতে পদার্পণ করেছি, তবে ভুল, ভুল, প্রকাণ্ড ভুল।

পরাশর। এমন ভুল করি নি। আমি জানি, তুমি সেই স্কাউণ্ড্রেলটাকে শিক্ষা দেবার জন্য এখানে এসেছ।

পুরুষোত্তম। এক্‌স্যাক্‌টলি! কিন্তু কোথায় সেটা?

পরাশর। তুমি যেমন কিছুক্ষণ আগে উকিলের পরামর্শ নেবার কথা ভাবছিলে, সেও তেমনি হয়তো ডাক্তারের পরামর্শ নিতে গিয়েছে।

পুরুষোত্তম। ডাক্তারের পরামর্শ কেন?

পরাশর। তুমি বেঁচে আছ কি না সেটা হয়তো পরীক্ষা করিয়ে নিতে চায়।

পুরুষোত্তম। আসুক না পরীক্ষা করাতে! পরাশর, জীবনটা কি বলতে পার?

পরাশর। সেটা তো ডাক্তারের এলাকা।

পুরুষোত্তম। না, সেটা পাগলাগারদের এলাকা।

পরাশর। তবে তুমিই তো উত্তর দিলে। খুব পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছ, এক গ্লাস জল আনতে বলব?

পুরুষোত্তম। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে সত্য। কিন্তু এ বাড়ির জলস্পর্শ করব না। চললাম।

পরাশর। তবে আমার বাড়িতেই চল।

দুইজনের প্রস্থান। পূর্ণিমার ছবিখানা টেবিলের সাইডবোর্ডের উপরে ফেলিয়া রাখিয়া গেল, ভুলক্রমে বা আবার আসিবার হেতু-স্বরূপ বলিতে পারি না; কারণ পাগল, প্রেমিক

ও কবিদের মনের কথা দেবতাদেরও দুরধিগম্য। বেড-রূমের দরজা খুলিয়া প্রথমে পূর্ণিমা, পিছনে পিছনে মল্লিকার প্রবেশ। পূর্ণিমা একটা চেয়ারে বসিয়া ভাঙিয়া পড়িল।

মল্লিকা। দিদিমণি, কেন তুমি ছাদের উপর থেকে বেড-রূমে আসতে গেলে?

পূর্ণিমা। কেন আসতে গেলাম? পাশের ঘরে বিচারক রায় দিচ্ছে, সে কথা শোনবার লোভ কি সংবরণ করতে পারি?

মল্লিকা। সত্যি, পুরুষোত্তমবাবু অনেক কঠিন কথা বলেছেন।

পূর্ণিমা। কঠিন কথাকে ডরাই নি মল্লিকা। যখন বুঝলাম, ওঁর মনে এই হতভাগিনীর জন্য এখনও একটু কোমল স্থান আছে, তখনই অসহ্য হ'ল। ওঁর হৃদয় সম্পূর্ণ পাষাণ হয়ে গেলে আমার কিছু দুঃখ হ'ত না।

মল্লিকা। নাও, চল, স্নান ক'রে একটু ঘুমোবে।

পূর্ণিমা। আমার একটা কথা রাখবে মল্লিকা, কখনও বিয়ে ক'রো না।

মল্লিকা। (চমকিয়া উঠিয়া) বিয়ের কথা ভাবছি কে বললে?

পূর্ণিমা। এই বয়সে মেয়েরা ভাবে, তাই বললাম। বুঝলে? যদি কাজে না রাখতে পার, অন্তত মনে রেখো।

মল্লিকা। কাজেও রাখব, মনেও রাখব। নাও, এখন চল।

দুইজনের বেড-রূমে প্রস্থান। যাইবার আগে মল্লিকা সুইচ টিপিয়া আলো নিভাইয়া দিল, রঙ্গমঞ্চ অন্ধকার।

দৃশ্যান্তর

দ্বিতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

সেই ঘর, সেই দৃশ্য, সেই সময়, কেবল বিশ-পঁচিশ মিনিট সময় অতিবাহিত হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় দৃশ্যকে একটি দৃশ্য করিলেও চলিত, কেবল খানিকটা বিরতি আবশ্যক মনে করিয়া দুইটি দৃশ্যে ভাগ করা হইল। রঙ্গমঞ্চ পূর্ব দৃশ্যের ন্যায় অন্ধকার। তারক ও মল্লিকা ঘরে ঢুকিয়া সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিল। তারপরে

মল্লিকা। ক ঘণ্টার মধ্যে কেমন সব ওলটপালট হয়ে গেল!

তারক। ক ঘণ্টার যা ঘটে, ক বছর ধ'রে তার ভূমিকা রচিত হয়। পূর্ণিমাদিদি কেমন আছেন।

মল্লিকা। এ অবস্থায় যেমন থাকা সম্ভব। কখন কি ক'রে বসেন তার স্থির নেই, সর্বদা কাছে কাছে আছি।

তারক। তাই থেকো।

মল্লিকা। পুরুষোত্তমবাবু কি চ'লে গেলেন?

তারক। তাই তো দেখলাম। যেমন ঝড়ের মতন এসেছিলেন, তেমনি ঝড়ের মতন বেরিয়ে গেলেন।

মল্লিকা। তাঁকে সামলাতে গিয়ে ভুগেছন বটে পরাশরবাবু।

তারক। চন্দ্রভানুবাবুকে কি দেখেছ?

মল্লিকা। এই কিছুক্ষণ আগে বাগানের মধ্যে একবার দেখলাম ব'লে যেন মনে হ'ল। তবে অন্ধকার, তাই নিশ্চয় বলতে পারি না।

তারক। অদৃষ্টের ফের। আজ নিজের বাড়িতে তিন জনেই পর হয়ে গিয়েছে।

মল্লিকা। দাঁড়িয়ে গল্প করবার সময় নেই, পূর্ণিমাদিদির কাছে চললাম। তুমিও এস।

সুইচ টিপিতে রঙ্গমঞ্চ অন্ধকার হইয়া গেল, তখন

মল্লিকা। ওঃ, ভুলে যাচ্ছিলাম, এই নাও তোমার ফর্ম্।

তারক। সব ঘরগুলো পূরণ ক'রে দিয়েছ?

মল্লিকা। হ্যাঁ। একবার দেখে নাও।

তারক। আজ আর সময় হবে না, কাল দেখব। শোন তোমাকে একটা কথা এখনি জানানো উচিত।

মল্লিকা। আবার কি হ'ল?

তারক। আমার বাবা এক অবাঞ্ছিত বিবাহের আয়োজন করছিলেন।

মল্লিকা। তাই বুঝি তুমি চাকরির নাম ক'রে এখানে এসে লুকিয়ে আছ? আশ্চর্য!

তারক। আশ্চর্য লাগল কেন? সচরাচর এমন হয় না ব'লে?

মল্লিকা। হয়তো ঠিক তার উল্টো ব'লেই। তারপরে আর কিছু ঘটেছে?

তারক। আমি যে এখানে আছি, তা আমার এক বন্ধু জানে। আজ তার চিঠিতে জানলাম, আমি অন্যত্র বিবাহ করলে বাবা আমাকে সম্পূর্ণ ডিস্-ইন্হেরিট করবেন ব'লে নাকি এক দলিল সম্পন্ন করেছেন।

মল্লিকা। আমি তো তোমার বাবার সম্পত্তিকে বিবাহ করছি না।

তারক। গুড্! তা হ'লে পিছিয়ে যাবে না?

মল্লিকা। তুমি পিছোবে কি না ভেবে দেখ।

তারক। বটে!

এমন সময় অন্ধকারের মধ্যে একটি চুম্বনের শব্দ শ্রুত হইল। কিন্তু কে কর্তা, কে লক্ষ্য বোঝা গেল না। শোনা গেল

মল্লিকার কণ্ঠস্বর। নটি!

তারকের কণ্ঠস্বর। মে বি নটি, বাট্ 'টিস্ নাইস!

মল্লিকার কণ্ঠস্বর। নাঃ, আর তোমাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হবে না; চললাম।

তারকের কণ্ঠস্বর। এবারে ঘর সত্যিই অন্ধকার হ'ল! হায়, হায়!

পায়ের শব্দে বোঝা গেল, তাহারা প্রস্থান করিল। এক মুহূর্ত রঙ্গমঞ্চ নির্জন। এমন সময়ে পায়ের শব্দে মনে হইল, আর কে একজন প্রবেশ করিল। একখানা আরাম-চেয়ার টানিয়া লইয়া সে এমন ভাবে বসিল, যাহাতে দর্শকে চেয়ারের পিছন দিকটা মাত্র দেখিতে পায়—চেয়ারে কে বসিল দেখিতে না পায়। ঘরে হঠাৎ কোন লোক ঢুকিলে প্রথমটা সেও বুঝিতে পারিবে না যে, চেয়ারে কেহ উপবিষ্ট আছে। ঘর নিঃশব্দ। দেয়াল-ঘড়িতে টং টং শব্দে আটটা বাজিল। এমন সময়ে একজন ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করিল; সে কিছু যেন হাতড়াইয়া খুঁজিতেছে; শেষে সেটা না পাইয়া ঘরের সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিল। আলো জ্বলিলে দেখা গেল যে, সে পুরুষোত্তম। আর আলো জ্বলিয়া উঠিতেই আরাম-চেয়ারে উপবিষ্ট অদৃশ্যপ্রায় ব্যক্তি উঠিয়া দাঁড়াইল—সে চন্দ্রভানু। দুইজন পরস্পরকে দেখিয়া নির্বাক ক্রুদ্ধবিস্ময়ে দাঁড়াইয়া রহিল। তার পরে

পুরুষোত্তম। আই শ্যাল কিল ইউ।

চন্দ্রভানু। আই শ্যাল স্ম্যাশ ইউ।

পুরুষোত্তম। আই শ্যাল নক ইউ।

চন্দ্রভানু। আই শ্যাল কিক ইউ।

পুরুষোত্তম। আই শ্যাল সেণ্ড ইউ টু হেল।

চন্দ্রভানু। আই শ্যাল সেণ্ড ইউ টু হেভেন, দেয়ার আর নো নিউজ-পেপার্‌স্ দেয়ার।

পুরুষোত্তম। ইউ ট্রেটার!

চন্দ্রভানু। ইউ ইনট্রুডার!

দ্রুত পরাশরের প্রবেশ

পরাশর। কি, তোমাদের ইংরিজী শব্দের পুঁজি শেষ হয়েছে? এবারে আমার কথার একটা উত্তর দাও দেখি পুরুষোত্তম। আমার সঙ্গে যেতে যেতে হঠাৎ কেটে প'ড়ে এখানে ফিরে এলে কেন?

এতক্ষণে পুরুষোত্তম ফেলিয়া-যাওয়া পুর্ণিমার ছবিখানা দেখিয়া সেখানা হাতে তুলিয়া লইয়া বলিয়া উঠিল—

পুরুষোত্তম। ফর দিস।

চন্দ্রভানু। ওখানা ছুঁয়ো না, ইউ স্কাউণ্ড্রেল!

পুরুষোত্তম। ইউ হেল হাউণ্ড!

চন্দ্রভানু। পরস্ত্রীর ছবিতে তোমার কি দরকার?

পুরুষোত্তম। পরস্ত্রী! ইনডীড। ইউ ডেভিল!

চন্দ্রভানু। ইউ রোগ!

পুরুষোত্তম। ইউ ব্যাস্টার্ড!

পরাশর। আচ্ছা, বলতে পার, মানুষে রাগলে ইংরিজীতে গালাগালি করে কেন? বলতে পার না? ইংরেজ মনিবের কাছে গালাগালি খেয়ে শিখেছে।

পুরুষোত্তম। তুমি আমাদের এ অবস্থায় দেখে বিস্মিত হয়েছ নিশ্চয়?

পরাশর। মোটেই বিস্মিত হই নি। এমন আগেও দেখেছি।

পুরুষোত্তম। আগেও দেখেছ? কোথায়?

পরাশর। হিমালয়ের কাছে, তরাই অঞ্চলে। একবার সেখানে শিকার করতে গিয়ে দেখতে পেলাম যে, দুটো বুনো মোষ গুঁতোগুঁতি করছিল।

পুরুষোত্তম। তফাত আছে।

পরাশর। তফাত আছে বইকি। তাদের ইংরেজ মনিব না থাকায় ইংরিজী গালাগালি দেয় নি, এই যা তফাত।

পুরুষোত্তম। না, তফাত হচ্ছে তারা নিশ্চয় লড়ছিল খাদ্যের ভাগ নিয়ে।

পরাশর। না, দূরে দাঁড়িয়ে ছিল একটা বুনো মহিষনী, তারই ভাগ নিয়ে লড়ছিল।

পুরুষোত্তম। তবেই ভেবে দেখ, পশুতে যদি স্ত্রীর ইজ্জৎ সম্বন্ধে সচেতন হয়, মানুষে কেন না হবে?

পরাশর। তাই তো ভাবছি যে, মানুষে পশুতে কোন তফাৎ নেই।

চন্দ্রভানু। পরাশর, তোমার বিদ্রূপ এখন রাখ।

পরাশর। বিদ্রূপ! বিদ্রূপে তোমরা বিরত হবে এমন মনের অবস্থা তোমাদের নয়।

চন্দ্রভানু। আমরা কি মানুষ নই?

পরাশর। আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

চন্দ্রভানু ও পুরুষোত্তম (একত্রে)। কেন?

পরাশর। বিবাদের সময়েই বুঝতে পারা যায়, বিবাদকারীরা মানুষ-না, অমানুষ।

পুরুষোত্তম। কিন্তু বিবাদের কি কারণ ঘটে নি?

পরাশর। বিবাদের কারণ জীবনে সর্বদাই আছে।

পুরুষোত্তম তবে?

পরাশর। তখনও ভুললে চলে না, যে বিবাদকারী মানুষ।

পুরুষোত্তম। ঐ লোকটা কি স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্পর্কের মধ্যে অকারণে এসে পড়ে নি?

পরাশর। পুরুষোত্তম, এক জোড়া নর-নারী স্বামী-স্ত্রীর তখমা ধারণ ক'রে পরস্পরকে নজরবন্দী ক'রে জীবনযাপন করছে, তাকে বল মধুর সম্পর্ক! নির্বোধ!

পুরুষোত্তম। তুমি নিজে বিবাহ কর নি তাই।

পরাশর। তাই তোমাদের মত বিবাহিতের স্বরূপটা দেখবার পূর্ণ সুযোগ পেয়েছি।

পুরুষোত্তম। আমার ধারণা স্বতন্ত্র।

পরাশর। খাঁচার পাখীর আকাশের পাখীর সম্বন্ধে ধারণাও স্বতন্ত্র। আসল কথা একথা একটা দুর্ঘটনা ঘ'টে গিয়েছে। এখন সেটাকে মানুষের মত বিচার করাই কি কর্তব্য নয়?

চন্দ্রভানু। সেই বিচারেই তো উদ্যত হয়েছি, এখন আমাদের দোষ দিচ্ছ কেন?

পরাশর। না, দোষ দিচ্ছি না। হাঁ, তোমরা মানুষের মতই বিচারে উদ্যত হয়েছ সন্দেহ নেই; কারণ মানুষ চিরকাল তোমাদের মতই বিচার করেছে। রামায়ণ বল, মহাভারত বল, ইলিয়ড বল, ওডীসি বল, ওথেলো বল, হ্যামলেট বল, সমস্তই এই রকম বিচারের দলিল। এগুলোই তো বিশ্ব-সাহিত্যের ক্লাসিক্স্! মানুষের সেরা সৃষ্টি! অনার, ইজ্জৎ, সম্মান—তারই ব্যাখ্যানে পূর্ণ। মানুষ জাল করুক, জোচ্চুরি করুক,

কৃতঘ্নতা করুক, তৈমুরলঙ্গের মত নরমুণ্ডের স্তূপ অভ্রভেদী ক'রে তুলুক, লক্ষ লক্ষ নিরীহ নরনারীকে বন্দী-শিবিরে ভ'রে কশাঘাতে জর্জরিত ক'রে পশুর অধম খাটিয়ে নিক—কিছুতেই তার অনার কলঙ্কিত হয় না, সম্মান পর্যুদস্ত হয় না। কিন্তু ঘরের স্ত্রী যদি পরের সঙ্গে একটি কথা বলেছে, যদি ঘটনাচক্রের দুর্মোচ্য গ্রন্থিতে বদ্ধ হয়ে পরপুরুষের সঙ্গ করতে বাধ্য হয়েছে—অমনি অনার ইজ্জৎ সম্মান সমস্ত অতলে তলিয়ে যায়। অমনি সমাজ দেশ রাষ্ট্র সমস্ত আমূল কম্পিত হয়ে ওঠে। না, তোমাদের দোষ দিই নে। তোমাদের ব্যাস বাল্মীকি, হোমার শেক্সপীয়র যেমন শিক্ষা দিয়েছে—তেমনি তোমরা করছ। তোমাদের আর দোষ কি।

পুরুষোত্তম। তবে কি স্ত্রীর ইজ্জৎ রক্ষা করতে হবে না?

পরাশর। স্ত্রী? কার স্ত্রী? দুইজনেরই স্ত্রী।

পুরুষোত্তম ও চন্দ্রভানু (একত্রে)। ইম্পসিব্‌ল্।

পরাশর। আইনত দুইজনেরই স্ত্রী।

পুরুষোত্তম। সেই আইনেই বলছে যে, আমি জীবিত থাকায় পরবর্তী বিবাহ অসিদ্ধ।

পরাশর। তা যদি হয়, তবে বিবাদের কারণের আত্যন্তিক অভাব।

পুরুষোত্তম। বিবাদের কারণ আরও আগে। ঐ লোকটা আমার স্ত্রীর ইজ্জৎ নষ্ট করেছে।

পরাশর। তা নয়। আইনত বিবাহ ক'রে তবে।

পুরুষোত্তম। ওঃ, তবে ইজ্জৎ নষ্ট করেছে—এই তো?

পরাশর। বিবাহ হয়ে গেলে আর ইজ্জৎ নষ্ট হতে যাবে কেন?

পুরুষোত্তম। তখনও যে আমি জীবিত ছিলাম।

চন্দ্রভানু। ইউ হ্যাড্ নো বিজনেস টু বি অ্যালিভ।

পরাশর। এদের কাছে মৃত ছিলে।

চন্দ্রভানু। এখনও মৃত আছ। আমি মামলা করব—প্রকাশ্য আদালতে প্রমাণ ক'রো যে, তুমি জীবিত আছ।

পুরুষোত্তম। অবশ্যই করব।

পরাশর। ভাই পুরুষোত্তম, আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে বেঁচে থাকাটা সহজ, কিন্তু বেঁচে আছ এই স্থূল কথাটা প্রমাণ করা তত সহজ নয়, অনেক উকিল-খরচ জোগাতে হয়।

পুরুষোত্তম। আমার টাকার অভাব নেই।

চন্দ্রভানু। তোমার টাকা! তোমার বিষয় সম্পত্তি এখন আমার স্ত্রীর অধীনে।

পুরুষোত্তম। আমার স্ত্রী! শাট আপ। আমি কি বেঁচে নেই?

চন্দ্রভানু। সেটাই তো প্রমাণসাপেক্ষ।

পুরুষোত্তম। মাই গড!

চন্দ্রাভনু। তবু ভাল যে, এতক্ষণে ভগবানকে মনে পড়েছে। (হঠাৎ বসিয়া পড়িয়া, মাথায় হাত দিয়া) পরাশর, তুমি তো সবই জান। আজ আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ, আমি পূর্ণিমাকে ছলে বলে ভুলিয়ে বিয়ে করেছি। এর চেয়ে মিথ্যে আর কিছু হ'তে পারে না। আমি তাকে ভালবেসেছিলাম, তাই বিবাহ করেছি।

পরাশর। চন্দ্রভানু, প্রেমের সার্থকতা বাঞ্ছিতকে গ্রহণে নয়, অবাঞ্ছিতকে বর্জনে।

চন্দ্রভানু। ও-সব কেবল কথার বুদ্বুদ।

পরাশর। কথার তবু একটা বাস্তব ভিত্তি আছে, কিন্তু তোমরা,

মানে প্রেমিকরা, নিজেদের মনের বিকারের দ্বারা চালিত। তার চেয়ে মিথ্যে আর কিছু হতে পারে না।

চন্দ্রভানু। কি রকম ?

পরাশর। তোমরা রোমান্টিক কবিতার ঘটকালিতে প্রেম আর বিবাহকে মিশিয়ে ফেলে যত গণ্ডগোলের সৃষ্টি করেছ। জীবনে দুয়েরই প্রয়োজন আছে, কিন্তু স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে। প্রেম ব্যাপক, বিবাহ সঙ্কীর্ণ; প্রেম আকাশব্যাপী বায়ুমণ্ডল, আর বিবাহ হচ্ছে সেই হাওয়ার দমকাটুকু যা তোমার নৌকোর পালে লেগে নৌকোখানাকে ঘাটের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দোহাই তোমার, ঐ ভুলের হাতে ধরা দিয়ো না।

চন্দ্রভানু। আমি মুক্তি চাই না, আমি পূর্ণিমাকে চাই।

পুরুষোত্তম। অসহ্য ! পরাশর, তুমি যদি বাজে বকতে চাও তো বকো, আমি চললাম।

পরাশর। যাবে কেন ? এ বাজে বকুনি শোনা তোমারও দরকার। তোমরা দুজনেই একই নৌকোর যাত্রী।

পুরুষোত্তম। তার মানে ?

পরাশর। তার মানে তোমরা দুজনেই বালক।

চন্দ্রভানু ও পুরুষোত্তম (একত্রে)। বালক !

পরাশর। বালক ছাড়া আর কি ? তবে কেবল তোমরা নও—এ দেশের অধিকাংশ লোকেই।

পুরুষোত্তম। বুঝিয়ে বল।

পরাশর। যে দেশের যৌন-নীতির চরম উপদেশ হচ্ছে, পরদারেষু মাতৃবৎ—নারী মানেই মাতা, সে দেশের পুরুষ বালক ছাড়া আর কি হতে পারে ? নারীর স্পর্শ জীবনের প্রধান একটা কাম্য বস্তু, কেন না

তাতে জীবন পূর্ণতা লাভ করে। কিন্তু সে স্পর্শ যদি কেবল পত্নীর হাত থেকেই আসে, মানুষকে কখনও পূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারে না—তার বারো আনাই অপরিণত থেকে যায়, সেই অপরিণত অংশটাকেই আমি বালক আখ্যা দিয়েছি।

পুরুষোত্তম। তোমার প্রেমতত্ত্ব স্বীকার ক'রে নিলে সমাজ যে ছারখারে যাবে।

পরাশর। সে-ও-ভাল। মায়ের আঁচলে আর পত্নীর আঁচলে—ও একই কথা, বদ্ধ হয়ে গুটি গুটি পা ফেলে চলবার জন্যে, ভাল ছেলে হয়ে কোন রকমে বেঁচে থাকবার জন্যে মানুষের সৃষ্টি হয় নি।

পুরুষোত্তম। তুমি যে ঘরের মধ্যে বিপ্লবকে ডেকে আনতে চাও!

পরাশর। বিপ্লবের হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার এই হচ্ছে একমাত্র উপায়। লাইক চ্যারিটি দি রিভলিউশন বিগিন্স অ্যাট হোম—করুণার মত বিপ্লবেরও জন্ম গৃহের মধ্যে। আমাদের দেশের মত নারী-সচেতন নীতিশাস্ত্র আর কোন দেশে লিখিত হয়েছে? সমস্ত নীতির চূড়ান্ত হচ্ছে কামিনী-কাঞ্চনত্যাগে, পরদারেষু মাতৃবৎ, কেবলই অনুশাসন, এড়িয়ে চল, নারীকে এড়িয়ে চল। তার ফল কি দেখছ? সমাজকে ছুটো ক্যাসানোভা বা ডন জুয়ানের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে মানুষকে চিরদিনের মত নাবালক ক'রে রাখা হয়েছে। এ ক্ষতির অপূরণীয়তা বুঝবার ক্ষমতাও আমাদের জন্মায় নি।

পুরুষোত্তম। তোমার তত্ত্বের পরিণাম বুঝতে পারছ?

পরাশর। খুব পারছি। কিন্তু আমার আশঙ্কা তোমাদের নীতির পরিণাম তোমরা বুঝতে পার নি। তোমাদের যৌন অনুশাসন অনুসারে আদর্শ বালক হচ্ছে লক্ষ্মণ—সীতার পায়ের দিকে তাকিয়েই চোদ্দটা বছর

কাটিয়ে দিল। মূঢ়, অন্ধ, নির্বোধ। সে এক-আধবারও যদি সীতার মুখের দিকে তাকাত, নারী-মুখের সঙ্গে যদি তার পরিচয় ঘটত, তবে স্বর্ণমৃগের অনুসরণ, সীতাহরণ কিছুই ঘটত না। এই হচ্ছে গিয়ে তোমাদের নীতিশাস্ত্রের ভয়াবহ পরিণাম।

পুরুষোত্তম। তুমি এখন কি বলতে চাও?

পরাশর। বলতে চাই যে, কোল্‌রীজের বৃদ্ধ নাবিকটার মত জলের মধ্যে বাস ক'রে তৃষ্ণায় ছটফট ক'রে ম'রো না। যদি এই ছটফটানি নারীস্পর্শের জন্য হয় তবে তা মেটানো অসম্ভব নয়, আর যদি একটি বিশেষ নারীর জন্যই হয়, তবে—

পুরুষোত্তম। আমি পূর্ণিমাকে ফিরে চাই।

চন্দ্রভানু। পূর্ণিমা আমার বিবাহিত স্ত্রী।

পরাশর। এই হচ্ছে গিয়ে সংসারের প্রাচীনতম মূঢ়তম ক্যাপি-টালিজ্‌ম্। নাও, এখন আধুনিক ক্যাপিটালিস্টদের মত লড়াই কর গিয়ে। নাও, এই নাও। (এই বলিয়া সে দেয়ালে টাঙানো দুইখানা তলোয়ার আনিয়া উভয়ের সম্মুখে ফেলিয়া দিল) পুরুষোত্তম, তলোয়ার দুখানা অনেক শখ ক'রে কিনেছিলে, এমন কাজে লেগে যাবে। দাঁড়িয়ে রইলে কেন।

পুরুষোত্তম। আমি প্রস্তুত।

চন্দ্রভানু। আমিও অপ্রস্তুত নই।

দুইজনে দুইখানা তলোয়ার তুলিয়া প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল, এমন সময়ে তারক প্রবেশ করিয়া পরাশরকে জিজ্ঞাসা করিল

তারক। এঁদের থামানো দরকার, আমি কি আসব?

পরাশর। না, এখনও দরকার নেই। তবে তুমি দরজার কাছেই থেকো, প্রয়োজন হ'লে যেন পাই।

তারক। আচ্ছা।

প্রস্থান

পরাশর। নাও, গো অন্।

পুরুষোত্তম। কাম অন্।

চন্দ্রভানু। আই অ্যাম রেডি। এ ছাড়া মীমাংসার অন্য উপায় আছে ব'লে মনে হয় না।

দুইজনের অসি-যুদ্ধ। যদি অভিনেতারা অসি চালনা জানে, তবেই অসিযুদ্ধ দেখানো চলিতে পারে। নতুবা আনাড়ির মত খোঁচাখুঁচি করার চেয়ে কিছু না করা ভাল। মনে রাখিতে হইবে যে, পুরুষোত্তম ও চন্দ্রভানু দুইজনেই অসি ক্রীড়ায় নিপুণ—এ বিষয়ে পূর্বে ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

বেড-রূমের দরজার আড়ালে দরজায় পর্দা আছে, পূর্ণিমা ও মল্লিকার কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল

পূর্ণিমার কণ্ঠস্বর। ছেড়ে দাও মল্লিকা।

মল্লিকার কণ্ঠস্বর। যেয়ো না, যেয়ো না, পূর্ণিমাদিদি।

পূর্ণিমার কণ্ঠস্বর। আমি আর পারছি না।

মল্লিকার কণ্ঠস্বর। আঘাত লাগতে পারে।

পূর্ণিমার কণ্ঠস্বর। এর চেয়ে বেশি আর কি লাগবে? ছাড়ো, সরো।

মল্লিকার কণ্ঠস্বর। কি সর্বনাশ! তুমি গিয়ে কি করবে?

পূর্ণিমা দ্রুত প্রবেশ করিল। তাহার বেশ ও কেশ বিস্রস্ত, বিপদে ও দুঃখে তাহার অপূর্ব

সৌন্দর্য যেন শতগুণ বাড়িয়াছে, যেমন বাড়ে সোনার সৌন্দর্য আগুনের তাপে। তাহার ভীষণ কান্তি দেখিয়া দুই জনে অসি সম্বরণ করিয়া দাঁড়াইল—এতক্ষণ অসিযুদ্ধ চলিতেছিল। মল্লিকা বেড-রুমের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া রহিল

পূর্ণিমা। তোমরা পশুর মত খোঁচাখুঁচি করছ কেন?

চন্দ্রভানু ও পুরুষোত্তম (একত্রে)। কেন?

পূর্ণিমা। হাঁ, কেন? একটা সামান্য মেয়ের জন্যে?

পুরুষোত্তম। সামান্য মেয়ের জন্যে কেউ মরতে চায় না, করছি নিজের সম্মানের জন্য।

পূর্ণিমা। মরলে সম্মান বাড়বে?

পুরুষোত্তম। মরলে সম্মান রক্ষা পাবে।

পূর্ণিমা। যে-সম্মান না মরলে রক্ষা পায় না, তা রক্ষা করবার মত নয়।

পুরুষোত্তম। ওহ্, বুঝেছি। ওর জন্য এত দরদ কেন?

পূর্ণিমা। বুঝেছ! তবু ভাল যে বুদ্ধি একেবারে লোপ পায় নি।

চন্দ্রভানু। তুমি আমার পূর্ণিমা।

পূর্ণিমা। না।

চন্দ্রভানু। তবে কি ওর?

পূর্ণিমা। আমি কারও নই।

চন্দ্রভানু ও পুরুষোত্তম। (একত্রে) কারও নও?

পূর্ণিমা। আমি কারও নাই। কেন মিছে তোমরা বীরত্বের অভিনয় করছ?

পুরুষোত্তম। বীরত্বের অভিনয়? অভিনয়ের জন্য কেউ মরতে প্রস্তুত হয়?

পূর্ণিমা। কাপুরুষে ছাড়া আর কেউ হয় না।

পুরুষোত্তম। আমি কাপুরুষ?

পূর্ণিমা। হাঁ, তোমরা দুজনেই কাপুরুষ, তোমরা সবাই কাপুরুষ। তোমরা স্ত্রীর অধিকার ফিরে পাবার জন্যে লড়ছ। কিন্তু স্ত্রী যদি অধিকারে ফিরে যেতে রাজী না হয়?

চন্দ্রভানু। তবে তুমি কি করবে শুনি?

পূর্ণিমা। ঘটনাচক্রের নাগপাশে যে বন্দিনী, সে হতভাগিনীর জন্যে তোমাদের মনে এক বিন্দু করুণা হ'ল না—আর তোমরা বীরপুরুষ! ওরকম পল্টনী বীরত্বের স্থান বনে-জঙ্গলে।

পুরুষোত্তম। সে রকম বীরত্ব দেখাতে গিয়েই তো তোমার সুবিধে হয়েছিল।

পূর্ণিমা। কিসের সুবিধে?

পুরুষোত্তম। আমি বনে-জঙ্গলে লড়াই ক'রে মরছি, আর তুমি এখানে ব'সে—

পূর্ণিমা। এখানে ব'সে কি—বল, খুলে বল!

পুরুষোত্তম। যা করবার নয়, তাই করেছ।

পূর্ণিমা। কাপুরুষ!

চন্দ্রভানু। শাট আপ—ইউ কাওয়ার্ড।

পুরুষোত্তম। চন্দ্রভানু!

চন্দ্রভানু। কি?

পুরুষোত্তম। তোমার সঙ্গে কথা বলছি না।

চন্দ্রভানু। বলছ আমার স্ত্রীর সঙ্গে।

পূর্ণিমা। আমি কারও স্ত্রী নই।

চন্দ্রভানু। নও?

পূর্ণিমা। না।

চন্দ্রভানু। বারাঙ্গনা।

পূর্ণিমা। বারাঙ্গনাকে স্ত্রী বলতে পৌরুষে বাধে না?

পুরুষোত্তম। চন্দ্রভানু, সাবধান!

চন্দ্রভানু। যাও, বারাঙ্গনাকে নিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর কর গিয়ে।

পুরুষোত্তম। পূর্ণিমা, আমি ঐ পাষণ্ডের কথায় বিশ্বাস করি না, তুমি আমার।

পূর্ণিমা। না, আমি আর কারও নই।

পুরুষোত্তম। তবে ওর কথাই সত্যি?

পূর্ণিমা। সত্যি হ'লেও সত্যি, মিথ্যা হ'লেও মিথ্যা। কিন্তু এ কথা নিশ্চয় জেনো—কারও পত্নীপদের দাবি আমার নেই।

পুরুষোত্তম। তবে তুমি কি করবে?

পূর্ণিমা। পত্নীব্রত গ্রহণ ছাড়া স্ত্রীলোকের আর কোনও উপায় আছে কি না তারই সন্ধান করব।

চন্দ্রভানু। সন্ধানটা এবার কোন্ ঘরে হবে সুন্দরী?

পূর্ণিমা। আর যেখানেই হোক, কাপুরুষের ঘরে নয়।

চন্দ্রভানু। কে সেই বীরপুরুষটি শুনতে পাই?

পূর্ণিমা। শুনতে না পেলেও জানতে পাবে।

চন্দ্রভানু। বটে! কি সৌভাগ্য!

পূর্ণিমা। সৌভাগ্য আমার। তোমাদের স্বরূপ বুঝতে পেরেছি। সৌভাগ্য আমার যে, কাপুরুষের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি। সৌভাগ্য আমার যে, মিথ্যার জাল থেকে উদ্ধার পেয়েছি। সৌভাগ্য আমার যে,

পত্নীপদের অভিনয়বৃত্তি থেকে ছুটি পেয়েছি। সৌভাগ্য আমার যে, যারা তলোয়ারের দাগ টেনে স্ত্রীর চৌহদ্দি নির্ধারণ করে, তাদের কবল থেকে ছাড়া পেয়েছি।

চন্দ্রভানু। তবে আর বিলম্ব কেন? সেই সৌভাগ্যবানের ঠিকানায় রওনা হও।

পূর্ণিমা। পাষণ্ড! পাষণ্ড! কাপুরুষ!

দ্রুত প্রস্থান, পিছনে পিছনে মল্লিকার অন্তর্ধান

পরাশর। অসিযুদ্ধ ক'রে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলে, কিছু বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। নাও, আবার লড়াই শুরু কর। না, আর প্রয়োজন নেই?

পুরুষোত্তম। কেন প্রয়োজন নেই?

পরাশর। যার অধিকার নিয়ে লড়াই, সে তো কারও অধিকারভুক্ত হতে রাজী নয়। তোমরা একটু ভুল করেছিলে।

পুরুষোত্তম। কি ভুল?

পরাশর। যার অধিকার নিয়ে লড়াই তারও মন আছে—এ কথা ভুলে গিয়েছিলে।

পুরুষোত্তম। কারও অধিকার নিয়ে লড়াই করি নি, করেছিলাম, নিজের সম্মান রক্ষার জন্যে।

পরাশর। তবে থামা উচিত হয় নি। নাও, শুরু কর।

পুরুষোত্তম। আর ইউ রেডি?

চন্দ্রভানু। কাম অন।

দুইজনে পুনরায় অসিক্রীড়ায় উদ্যত এমন সময়ে মল্লিকা ঘরে প্রবেশ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—

মল্লিকা। পূর্ণিমাদিদি পুকুরে ঝাঁপ দিয়েছে।

এক মুহূর্ত সকলে নির্বাক, তারকের প্রবেশ

মল্লিকা। তারক, পূর্ণিমাদিদি জলে ঝাঁপ দিয়েছে।

চন্দ্রভানু। পূর্ণিমা!

পুরুষোত্তম। পরাশর!

পরাশর। চল।

পরাশরের সঙ্গে পরিত্যক্ত অসি চন্দ্রভানু ও পুরুষোত্তমের দ্রুত প্রস্থান

তারক। চল, আমিও যাই।

মল্লিকা। সাবধানে জলে নেমো।

তারক। সে ঠিক হবে। এই নাও, ফর্ম্ দুখানা জলে ভিজে যেতে পারে।

এই বলিয়া রেজিস্টার্ড ম্যারেজ অ্যাক্টের সেই ফর্ম্ দুইখানা মল্লিকার হাতে দিল। তার পরে বলিল

তারক। চল।

মল্লিকা ও তারকের প্রস্থান। রঙ্গমঞ্চের আলো নিভিয়া গিয়া অঙ্ক শেষ হইল।

লাউডস্পীকার

এখানে নাট্য-ঘটনা শেষ হয়ে গেল। এতক্ষণ সংঘটিত বিষয় সম্বন্ধে এবার তৃতীয় অঙ্কে কেবল তর্ক এবং আলোচনা, বিতর্ক এবং বিচার চলবে। তা যাঁদের রুচিকর না লাগবার সম্ভাবনা, তাঁরা এখনই স্থান ত্যাগ ক'রে নিজেদের কষ্ট লাঘব করতে পারেন।

পাঁচ মিনিট বিরাম

তৃতীয় অঙ্ক

পূর্বোক্ত ঘটনার দুই দিন পরবর্তী কাল। পুরুষোত্তমের বাড়ির পিছনের দিকে যে বাগান ও পুকুরের উল্লেখ আগে করা হইয়াছে, বর্তমান দৃশ্যের স্থান সেই বাগান, সম্মুখেই পুকুর। প্রথমেই দেখা গেল, গোপাল ও খুন্তি খানকতক বেতের চেয়ার সাজাইয়া রাখিতেছে।

খুন্তি। তোমার কি সময়-অসময় নেই, কেবল ঘ্যানঘ্যান! ভাল লাগে না।

গোপাল। কিন্তু আমার তো বেশ ভাল লাগে। তুমি মুখ খুললেই মনে হয়—

খুন্তি। তোমরা পুরুষ-জাতটাই আলাদা।

গোপাল। এটা মানতেই হবে; নইলে আর সুখ কিসের?

খুন্তি। সুখের নমুনা সামনে দেখছ না? একজন পুকুরে ঝাঁপ দিলে, আর একজন বাড়ি ছেড়ে চ'লে গেল! এর পরে ওসব কথা আর মুখে আনবে না।

গোপাল। বেশ, না হয় মুখে আনব না, কিন্তু মনের মধ্যে যে সময়ে ঠেলা মারছে।

খুন্তি। মনের কথা আমি মনে মনে বুঝে নেব। এখন হাতের কাজ সারো তো।

গোপাল। তুমি দাঁড়িয়ে দেখো না, এক লহমায় সব গুছিয়ে ফেলছি। তবে বুঝতে পারছি না, আজ এখানে ব্যাপার কি?

খুন্তি। তোমার আর বুঝে দরকার নেই। যেমন হুকুম তেমনি কর।

গোপাল। হুকুম দেবার মনিব যে কে, তাই তো বুঝতে পারছি না।

খুন্তি। মনিব আমি।

গোপাল। তবে পরাশরবাবু হুকুম দিতে গেল কেন?

খুন্তি। এমন কেন-কেন-করা-পুরুষ মেয়েদের দুচক্ষের বিষ।

গোপাল। এতদিন বল নি কেন? এবারে বেবাক নিক্ষেন হলাম। নাও।

তারকের প্রবেশ

তারক। এই তো সব ঠিক হয়েছে। আচ্ছা, তোমরা এবারে যাও।

দুই জন প্রস্থানোদ্যত হইলে গোপাল মৃদুস্বরে খুন্তিকে বলিল

গোপাল। এবারে মনের কথাটা শুনবে চল, ভেতরে বেশ নিরিবিলি—

খুন্তি উত্তর দিল না; কিন্তু যে অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, তাহাতে গোপাল কন্দর্পের দাস না হইয়া স্বয়ং কন্দর্প হইলে দ্বিতীয় বার পুড়িয়া মরিত। দুইজনের প্রস্থান। তারক একখানা চেয়ারে বসিয়া একটি সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইল। দুই মিনিট ধূমপান, বাগান নির্জন। এমন সময়ে মল্লিকা তারকের পিছন দিক হইতে প্রবেশ করিল। তারক তাহাকে দেখে নাই, মল্লিকাই প্রথমে দেখিল এবং জিজ্ঞাসা করিল

মল্লিকা। কই, আর সকলে আসেন নি?

তারক। মল্লিকা! মল্লিকা! কত দিন তোমাকে দেখি নি।

মল্লিকা। মাত্র দু দিন।

তারক। দু দিন কি মাত্র হ'ল? সময়বিশেষে দু দিনই যে দু বৎসর! তোমরা কোথায় ছিলে?

মল্লিকা। পূর্ণিমাদির এক বন্ধুর বাড়িতে।

তারক। সেখানে কেন? এখানে নয় কেন?

মল্লিকা। পূর্ণিমাদি বললেন, এ বাড়ির সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ চুকে গিয়েছে, এখানে আর নয়।

তারক। তাই তোমাদের পরদিন হাসপাতালে আনতে গিয়ে পেলাম না। ওরা বললে, তোমরা চ'লে গিয়েছ। কোথায় গিয়েছ বলতে পারলে না।

মল্লিকা। পূর্ণিমাদির আঘাত এমন কিছু নয়।

তারক। সে তো আমি জানি। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি ক'রে দেবার সময়েই ডাক্তার বলেছিল—এমন কিছু নয়, একটু 'শক' পেয়েছেন মাত্র, কাল সকালে এসে নিয়ে যাবেন। তোমাকে কাছে রেখে আমরা নিশ্চিন্তে ফিরে এলাম। পরদিন সকালে পরাশরবাবু আর আমি গেলাম, তোমরা নেই। কত জায়গায় খুঁজলাম। ভাবলাম, এই অবসরে ফর্‌ম্ দুখানা ম্যারেজ-রেজিস্টারের আপিসে দিয়ে আসি। তারপরে আবার তোমার সন্ধান করব। পকেটে হাত দিয়ে মনে পড়ল, জলে নামবার আগে সে দুখানা তোমার হাতে দিয়েছিলাম। পূর্ণিমাদি কোথায়?

মল্লিকা। তিনি বাইরের ঘরে ব'সে আছেন, ভেতরে আর ঢুকবেন না। তিনি আজও আসতে চান নি, কিন্তু সেদিন রাত্রে পরাশরবাবু আমাকে বিশেষ ক'রে অনুরোধ ক'রে এসেছিলেন—আমরা যাই করি, যেখানেই যাই, তার আগে একবার যেন এখানে আসি। অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পূর্ণিমাদিকে রাজী করিয়ে নিয়ে এসেছি, তা ছাড়া তোমার সঙ্গেও আমার দেখা করবার প্রয়োজন ছিল।

তারক। অবশ্যই প্রয়োজন আছে। দাও, মনে থাকতে থাকতে ফর্‌ম্ দুখানা এখন দিয়ে দাও।

মল্লিকা। তার আর প্রয়োজন নেই।

তারক। তার মানে?

মল্লিকা। তোমাকে মিছে কষ্ট দিয়েছি, বিয়েতে আমার মন নেই।

তারক। বিয়েতে মন নেই? তুমি ভাবছ, এতে আমার কষ্ট কিছু কমলো?

মল্লিকা। আমাকে মাপ কর।

তারক। কিন্তু, কেন, শুনতে পাই?

মল্লিকা। বিবাহের বিচিত্র পরিণাম তো সম্মুখেই দেখলাম, আমার আর মন নেই।

তারক। এমন তো সংসারে হামেশাই ঘটছে, তাই ব'লে—

মল্লিকা। তাই ব'লেই আর ও-পথে অগ্রসর হতে চাই না।

তারক। কি করবে?

মল্লিকা। সন্ধান করব, বিবাহ ছাড়া মেয়েদের আর কোন পরিণাম আছে কি না।

তারক। বুঝেছি, পিতৃসম্পত্তি থেকে আমার বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কাতেই তোমার হঠাৎ এই মত পরিবর্তন।

মল্লিকা। অকারণ আঘাত দিও না।

তারক। আর তোমার আঘাতটা খুব সকারণ, নয়? মল্লিকা, ভেবে দেখো, কি করছ?

মল্লিকা। ভেবেছি। ভেবে কূল পাই নি, তাই এই সিদ্ধান্ত।

তারক। তুমি যখন এই সিদ্ধান্ত করছিলে, আমি একা একা বাড়ি পাহারা দিয়ে মনে মনে আশার সৌধ গড়ছিলাম। আমিও ভেবে কূল পাই নি। ভেবেছিলাম, তোমাকে নিয়ে আমার আনন্দের পার নেই।

মল্লিকা। আজ পরাশরবাবু সকলকে ডেকেছেন কেন জান?

তারক। না। আমাকে শুধু বলেছিলেন—এখানে বসবার জায়গা ঠিক ক'রে রাখতে, তাই ঠিক ক'রে ব'সে আছি।

মল্লিকা। বোধ করি, তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আর একটা অদ্ভুত খেয়াল।

তারক। হবেও বা।

মল্লিকা। তুমি কি রাগ করলে?

তারক। তুমি কি ভাবছ, খুব খুশি হবার মত একটা কথা শুনিয়েছ?

মল্লিকা। মেয়ে তো সংসারে আরও অনেক আছে—

তারক। এবং পুরুষেরও অভাব নেই।

পরাশর ও চন্দ্রভানুর প্রবেশ

পরাশর। এই যে মল্লিকা এসেছ। পূর্ণিমা কোথায়?

মল্লিকা। পূর্ণিমাদি বাইরের ঘরে ব'সে আছেন।

পরাশর। তুমি নিয়ে এস তাকে। আচ্ছা, থাক্, আমিই গিয়ে নিয়ে আসছি। [প্রস্থান]

চন্দ্রভানু। পরাশর কেন ডেকেছেন, জান?

তারক। আমাকে কিছু বলেন নি।

চন্দ্রভানু। তুমি জান মল্লিকা?

মল্লিকা। আমি কিছুই জানি নে।

তারক। আপনি এ দু দিন কোথায় ছিলেন?

চন্দ্রভানু। এক বন্ধুর বাড়িতে। চল, বসা যাক গিয়ে।

তারক। বসুন।

চন্দ্রভানু একখানা চেয়ারে বসিল। পাশের চেয়ারে তারক বসিল

তারক। এবার আপনারা আমাকে ছুটি দিন।

চন্দ্রভানু। কে কাকে ছুটি দেবার মালিক? কেন, তুমি কোথায় যাবে?

তারক। এখানকার প্রয়োজন আমার ফুরিয়েছে।

চন্দ্রভানু। কোথায় যাবে?

তারক। যেখানেই যাই, এখানে আর কেন?

চন্দ্রভানু। আর মল্লিকা, তুমি?

মল্লিকা। আমি পূর্ণিমাদির সঙ্গে যাব।

চন্দ্রভানু। কোথায়?

মল্লিকা। তিনি এখন যাবেন তাঁর মাসির বাড়িতে গোয়ালিয়রে। আপনি?

চন্দ্রভানু। কোথাও যেতে হবে। এখনও স্থির করি নি।

পূর্ণিমাকে লইয়া পরাশরের প্রবেশ। পূর্ণিমা মল্লিকার পাশের চেয়ারখানিতে বসিল

চন্দ্রভানু। এখন তুমি কেমন আছ?

পূর্ণিমা। ভাল।

তারক। আপনাকে এখনও খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

পূর্ণিমা। না, এমন কিছু নয়। কাল রাতে ভাল ঘুম হয় নি, তাই।

তারক। এখন আপনার কিছুদিন নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম দরকার।

পরাশর। পুরুষোত্তম এত দেরি করছে কেন? কোথায় আবার গেল?

তারক। তিনি কি আপনার ওখানে ছিলেন না?

পরাশর। সে রাতটা আমার ওখানেই ছিল। তখনই বিশেষ ক'রে বলেছিলাম। কিন্তু পরশু থেকে হঠাৎ উধাও।

তারক। কলকাতায় আছেন তো?

পরাশর। কলকাতা ছেড়ে গেলে নিশ্চয় জানাত। তা ছাড়া আজ এখানে আসবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

তারক। তবে আবার গেলেন কোথায়?

এমন সময় পুরুষোত্তমের প্রবেশ

পরাশর। আমরা সবাই পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করছিলাম, তুমি এ দু দিন কোথায় ছিলে?

পুরুষোত্তম। মিস গুপ্তর বাড়িতে।

পরাশর। মিস গুপ্ত কে?

পুরুষোত্তম। ঐ যে মেয়েটির সঙ্গে তুমি পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলে!

পরাশর। I see!

পুরুষোত্তম। মেয়েটি বেশ। যেমন forward, তেমনি sympathetic।

পরাশর। আর রূপের কথাটা বাদ দিলে কেন?

পুরুষোত্তম। সেটা তো obvious। তাঁর নিমন্ত্রণে তাঁর বাড়িতেই দু দিন কাটালাম।

পূর্ণিমার মুখ দিয়া যেন অজ্ঞাতসারেই বাহির হইয়া গেল

পূর্ণিমা। তার বাড়িতে কেন?

পুরুষোত্তম। সংসারে একটা কিছু অবলম্বন তো চাই! তা ছাড়া,

মাটিতে ঢেলে-ফেলা দুধ চেটে বেড়ানোর অভ্যাস স্বাস্থ্যকরও নয়, সুখদায়কও নয়।

পরাশর। আশা করি, আরামেই ছিলে!

পুরুষোত্তম। মন্দ নয়। বাড়িটা বেশ নিরিবিলি। লোকজনের ভিড় নেই। মিস গুপ্ত থাকেন তাঁর এক বুড়ো পিসিমার সঙ্গে। সে বুড়ী আবার রাতের বেলায় চোখে দেখতে পায় না।

পূর্ণিমা আপন মনে

পূর্ণিমা। Foolish!

পরাশর। এবার একটু সুস্থ হয়ে ব'স, অনেক কথা আছে।

পুরুষোত্তম। কিন্তু আমার হাতে অনেক সময় নেই।

পরাশর। এত তাড়া কিসের?

পুরুষোত্তম। মিস গুপ্তকে নিয়ে সিনেমায় যাব। একটা বক্স রিজার্ভ ক'রে এসেছি।

পূর্ণিমা অজ্ঞাতসারে বলিল

পূর্ণিমা। Impossible!

পরাশর। কি ছবি হে?

পুরুষোত্তম। Practically Yours!

পূর্ণিমা আবার আপনমনে বলিল

পূর্ণিমা। Absurd!

পুরুষোত্তম। কেন ডেকেছ, শুনি? বাজে কথা ব'লে দেরি করিয়ে দিও না।

পরাশর। তবে শোন। (দাঁড়াইয়া উঠিয়া) আমি আজ তোমাদের এখানে একবার আসবার জন্য ডেকেছিলাম, আর তোমরা যে অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও ঠিক সময়ে এসেছ, সেজন্য প্রথমে তোমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তোমাদের ডাকবার কারণ আর কিছুই নয়, যে ঘটনাটা ঘ'টে গিয়েছে তার সম্বন্ধে আলোচনা করা মাত্র।

পুরুষোত্তম। আমি ও-বিষয়ে আর interested নই।

চন্দ্রভানু। দুর্ঘটনার আলোচনা প্রীতিপ্রদ হবে কি?

পরাশর। চন্দ্রভানু, তুমি আমার মনের দুটি কথাই ব'লে ফেলেছ। দুর্ঘটনা আর প্রীতিপ্রদ নয়। এখন, দুর্ঘটনা যদি প্রীতিপ্রদ না হয়, তার আলোচনাও প্রীতিপ্রদ না হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তার বেশি মানুষে আর কি করতে পারে?

পুরুষোত্তম। দুর্ঘটনা কাকে বলছ? যে নৌকোর ঘাটের কাছি কিছুতেই খুলছিল না, ঝড়ে যদি তা ছিঁড়ে গিয়ে থাকে, নৌকো যদি মুক্তি পেয়ে থাকে, তবে তাকে দুর্ঘটনা বলব কেন?

পরাশর। যার পকেটে সিনেমার জোড়া টিকিট, তার কাছে দুর্ঘটনা ব'লে মনে না হ'লেও ব্যাপারটা দুর্ঘটনা ছাড়া আর কি?

পুরুষোত্তম। বেশ, তাই সই। এখন তোমার বক্তব্য কি?

পরাশর। তোমাদের তিন জনের জীবনে যে অদ্ভুত গ্রন্থি প'ড়ে গিয়েছে, এমন সংসারে ঘ'টেই থাকে।

পুরুষোত্তম। তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু সে দায় কি আমার?

চন্দ্রভানু। আমারই বা কি দোষ?

পরাশর। সেখানেই তো দুর্ঘটনার কাঁটা। তোমাদের কেউ দায়ী নও, কেউ দোষী নও, তাতেই তো গ্রন্থি দুর্মোচ্য হয়ে উঠেছে।

পুরুষোত্তম। বেশ বিচার! কেউ দোষী হ'লে কি ভাল হ'ত?

পরাশর। এক রকম হ'ত বইকি। তাতে বিচারের পথ সুগম হ'ত। তোমাদের দুজনের মধ্যে একজন যদি খুনী হতে, দাগী আসামী হতে, বিশ্বাসঘাতক হতে, তবে পূর্ণিমার পক্ষে বিচার করা অনেক সহজ হয়ে যেত।

পূর্ণিমা। আমি বিচার করতে চাই নে।

পরাশর। তোমার হয়ে অপরে বিচার করত, তেমন বিচার রুমাল-ভেজানো নাটকে আর কপাল-ভেজানো উপন্যাসে হামেশাই হচ্ছে।

চন্দ্রভানু। রুমাল-ভেজানো নাটক আর কপাল-ভেজানো উপন্যাস—সে সব আবার কি?

পরাশর। হায় হতভাগ্য, বাংলা-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় তোমার নেই। রুমাল ভেজে চোখের জলে, আর কপাল ভিজে ওঠে ঘামে। একটাতে কাঁদায়, একটাতে ভাবায়। সেই সব রচনায় তিনটি জীবনে ত্রিভুজের সমাধান অত্যন্ত অনায়াসে হয়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত প্রমাণ হয়ে যায় যে, দুজন পুরুষের মধ্যে একজন দাগাবাজ, কাজেই সে লোকটা বাদ প'ড়ে যায়—আর তখন দুয়ে দুয়ে বেশ মিলে গিয়ে রচনার 'আমার কথাটি ফুরোল, নটে গাছটি মুড়োল'-গোছের একটা পরিসমাপ্তি ঘটায়। বর্তমান ক্ষেত্রে পুরুষ দুজনের ওজন সব দিক দিয়েই সমান, তাই ভাবছি উপায় কি?

পুরুষোত্তম। উপায় নেই।

পরাশর। আছে। একটা উপায় হচ্ছে গুণ্ডার মত তলোয়ার-বন্দুক নিয়ে মারামারি করা, যেমন তোমরা করছিলে। আর একটা

উপায় হচ্ছে ভীরুর মত মামলা-মকর্দ্দমা করা, যেমন লোকে ক'রে থাকে। হয়তো শেষ পর্যন্ত তোমরাও সে পথ ধরবে। প্রথম পথের সহায় ডাক্তার, দ্বিতীয় পথের সহায় উকিল। এ সব ছাড়া আরও একটা পথ আছে।

পুরুষোত্তম। আরো পথ! সেটা আবার কার?

পরাশর। সে পথটা মানুষের। মানুষ যেমন বাঘ-ভাল্লুকও নয়, তেমনই আবার দেবতাও নয়। মানুষের পথ ছুটি ভুলের গা ঘেঁষে পাহাড়ী পথের মত গিয়েছে। তারই মনুষ্যজীবন সার্থক, বড় ভুলটাকে এড়িয়ে চলতে যে পারে। মনো রেখো মানুষ যুক্তিপন্থী জীব—Rational animal।

পুরুষোত্তম। তোমার সব কথাই মানতে রাজী আছি, কিন্তু আমার দাবি, মানে, স্ত্রীর উপরে দাবি ছাড়তে রাজী নই।

চন্দ্রভানু। আমিই বা আমার অধিকার, মানে—স্বামীর অধিকার কেন ছাড়ব?

পূর্ণিমা। আমি কারও ঘর করতে সম্মত নই।

পরাশর। Deadlock complete! দুর্ঘটনার ফাঁস সম্পূর্ণ দুর্মোচ্য! চমৎকার!

পুরুষোত্তম। না, একেবারে সম্পূর্ণ দুর্মোচ্য নয়, বিচার মানতে রাজী আছি। বিচারক যদি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হয়।

চন্দ্রভানু। তেমন বিচারক পেলে আমিও সম্মত।

পরাশর। তেমন বিচারক মানে?

চন্দ্রভানু ও পুরুষোত্তম। বিচারক স্ত্রীলোক হ'লে চলবে না।

পূর্ণিমা। আমি পুরুষ বিচারকের রায় মানতে রাজী নই।

পরাশর। আবার deadlock complete। পুরুষও নয়, স্ত্রীলোকও নয়—এমন বিচারক এখন পাই কোথায়? বিচারক কি আকাশ থেকে পড়বে?

পুরুষোত্তম, চন্দ্রভানু ও পূর্ণিমা। প্রয়োজন হ'লে আকাশ থেকেই পড়বে।

এমন সময়ে সত্য-সত্যই একজন মানুষ আকাশ হইতে পড়িল, তাহাদের সম্মুখের খালি জায়গায়। ইহাতে আজকাল খুব বেশি বিস্ময়ের কারণ নাই, আগেকার আমল হইলে ছিল বটে। লোকটি আসলে একজন প্যারাশুটসৈন্য। প্যারাসৈন্যের পোশাক এমন যে, সে স্ত্রী কি পুরুষ বুঝিবার উপায় নাই। মাথায় টুপি, গায়ে সামরিক পোশাক, চোখে কালো চশমা। লোকটা স্ত্রী কি পুরুষ তাহা শেষ অবধি রহস্যরূপেই থাকিয়া যাইবে। যাঁহারা এই নাটক অভিনয়ের কষ্ট স্বীকার করিবেন, তাঁহাদের প্যারাশুটসৈন্যটির আকাশ হইতে পতন ব্যাপারটা যথাযথ দেখাইতে হইবে। আসরের মধ্যেই তাহাকে সশরীরে পড়িতে হইবে—এই ঘটনাই এই দৃশ্যটির প্রাণ। বিকল্পে তাহাকে বাহির হইতে আনিলে বা 'ঐখানে প'ড়ে ছিল' বলিয়া সংক্ষেপে সারিলে চলিবে না। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, অভিনেতা হইতে গেলে মজবুত শরীর দরকার। যাহাদের শরীর ও মন যথেষ্ট মজবুত নয়—এ নাটক তাহাদের জন্য লিখিত হয় নাই। লোকটার আকাশ হইতে পতনে প্রথমে সকলে বিস্মিত হইল। বিস্ময়ের ধাক্কা কমিলে

সকলে। আপনি কোত্থেকে?

উক্ত ব্যক্তি। আকাশ থেকে।

পরাশর। ভৈরবঃ প্রেরিতোঽসি। ঠিক এই রকম একটি লোকেরই আমাদের প্রয়োজন ছিল।

চন্দ্রভানু ও পুরুষোত্তম। আপনার লাগে নি তো? আপনার অসুবিধা হয় নি তো?

উক্ত ব্যক্তি। আকাশ থেকে পড়া যার কাজ, মাটিতে হাঁটতেই তার অসুবিধা।

পরাশর। আপনি বুঝি প্যারাশুটী সৈন্য।

উক্ত ব্যক্তি। যেমন বোঝেন। কিন্তু সে কথা যাকগে। আমাকে দিয়ে আপনাদের কি প্রয়োজন ?

পরাশর। একটা জটিল বিষয়ের বিচার ক'রে দিতে হবে।

চন্দ্রভানু ও পুরুষোত্তম। তার আগে বলুন আপনি পুরুষ তো ?

পরাশর দ্রুত উঠিয়া গিয়া লোকটির মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল

পরাশর। না না, বলবেন না।

পূর্ণিমা। তার আগে বলুন, আপনি নারী তো ?

পরাশর আবার উঠিয়া গিয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল

পরাশর। না না, বলবেন না।

উক্ত ব্যক্তি। ব্যাপার কি ?

পরাশর। বিচার্য বিষয়ের এক পক্ষে নারী, এক পক্ষে পুরুষ। এখন নারী-বিচারকের মীমাংসা পুরুষে মানবে না, আবার পুরুষ-বিচারকের মীমাংসা নারীতে মানতে রাজী নয়।

উক্ত ব্যক্তি। তা হ'লে আমিই একমাত্র যোগ্য বিচারক, কারণ, আমার নারীত্ব ও পুরুষত্ব সম্বন্ধে benefit of doubt দেওয়া চলে।

পরাশর। Hear! Hear! A Daniel come to judgment! A Daniel!

উক্ত ব্যক্তি। আপনারা সবাই আমার বিচার মানতে রাজী ?

পুরুষোত্তম, চন্দ্রভানু ও পূর্ণিমা। রাজী।

উক্ত ব্যক্তি। তা হ'লে এবার বিচার্য বিষয় আমার শোনা দরকার।

পরাশর। চলুন, আপনাকে একটু চা খাইয়ে আনি, অমনি বিচার্য বিষয়টাও বুঝিয়ে দেব। তোমরা সকলে কিছুক্ষণ এখানে অপেক্ষা কর।

উক্ত ব্যক্তিকে লইয়া পরাশরের বাড়ির ভিতরে প্রস্থান

পুরুষোত্তম। (তারকের প্রতি) ততক্ষণ আমি মিস গুপ্তকে একটা ফোন ক'রে আসি—ছ-টার Show-তে যাওয়া সম্ভব হবে না, নটার Show-তে যেতে হবে। (প্রস্থান)

পূর্ণিমা। (মল্লিকাকে) মানুষ কি রকম স্বার্থপর হয় দেখলে?

মল্লিকা। উনি এখন যাই করুন না, আপনার তাতে কি?

পূর্ণিমা। আমার অবশ্য কিছুই নয়, কিন্তু ভদ্রতা ব'লেও তো একটা বস্তু আছে!

মল্লিকা। আমার তো মনে হয়, মিস গুপ্তকে না জানালেই অভদ্রতা হ'ত।

পূর্ণিমা। জানবার জন্যে সে যেন হাঁ ক'রে ব'সে আছে। আজকাল হয়েছে যত সব flirt মেয়ে!

গোপালের প্রবেশ এবং চন্দ্রভানুর প্রতি

গোপাল। বাবু, আপনার সঙ্গে দেখা করতে একজন লোক এসেছেন।

চন্দ্রভানু। এখন! চল, যাচ্ছি। (গোপালের সঙ্গে প্রস্থান)

পূর্ণিমা। মল্লিকা, আমি একবার মাথাটা ধুয়ে আসি।

মল্লিকা। আমি সঙ্গে আসব কি?

পূর্ণিমা। না, দরকার নেই।

বাড়ির মধ্যে প্রবেশ

তারক। মল্লিকা, আমাদের caseটা ঐ বিচারকের কাছে দিলে কেমন হয়?

মল্লিকা। এই বুঝি ঠাট্টার সময় হ'ল?

তারক। এটা বুঝি ঠাট্টা হ'ল?

মল্লিকা। ঠাট্টা নয়?

তারক। ওদের রাজী হওয়াটাও কি তবে ঠাট্টা?

মল্লিকা। এখন পর্যন্ত তাই ব'লেই তো মনে হচ্ছে।

তারক। হায় সরলে! নিমজ্জমান ব্যক্তি প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ছটফট করছে, সম্মুখে যা পাচ্ছে তাই আঁকড়ে ধরছে, ধরেছে এই প্যারাশুটী সৈন্যকে।

মল্লিকা। ও কি পুরুষ না, মেয়ে?

তারক। As the case may be। আসল কথা কি জান? সৈন্য হ'ল সৈন্য, মেয়েও নয় পুরুষও নয়।

মল্লিকা। মানুষে কেন যে লড়াই করে!

তারক। সে খুব জটিল বিষয়, পরে না হয় এক সময়ে বুঝিয়ে দেব। আপাতত একটা খুব সরল বিষয়ের মীমাংসা ক'রে দাও দেখি।

মল্লিকা। তোমার সরল বিষয়টা কি?

তারক। যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে, তা লঙ্ঘন ক'রো না।

মল্লিকা। আগে দেখি, মূল মামলার মীমাংসা কি হয়।

তারক। Good !

চন্দ্রভানুর প্রবেশ

চন্দ্রভানু। যত সব বাজে লোক আর বাজে কথা। (উপবেশন)

পূর্ণিমার প্রবেশ ও উপবেশন

পূর্ণিমা। মাথাটা ধুয়ে ফেলে বেশ আরাম লাগছে।

পুরুষোত্তমের প্রবেশ ও উপবেশন

পুরুষোত্তম। তারক, তোমাদের কতক্ষণ লাগবে হে ?

তারক। কেমন ক'রে বলব ? ওঁরা দুজনে তো এখনও এলেন না !

পুরুষোত্তম। (তারকের প্রতি) ওদিকে মিস গুপ্ত খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

পূর্ণিমা। নির্লজ্জ মেয়ে !

পুরুষোত্তম। (তারকের প্রতি) বললেন, দেরি দেখলে এখানে চ'লে আসবেন।

পূর্ণিমা। (মল্লিকার প্রতি) আমার বাড়িতে সে ঢুকতে পাবে না।

পুরুষোত্তম। বাড়ি কার-আগে তার মীমাংসা হোক তো।

মল্লিকা। (পূর্ণিমার প্রতি) তা ছাড়া যে অধিকার আপনি ছেড়েছেন—

পূর্ণিমা। (মল্লিকার প্রতি) অধিকার কেউ কখনও ছাড়ে ? ভালবাসা এক কথা, অধিকার আর এক কথা।

আরও কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে উক্ত ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া পরাশর প্রবেশ করিল। দুইজনে মাঝখানে দুখানি চেয়ারে বসিল।

পরাশর। এবার সকলে মনোযোগ দাও, আমি সব বিষয়টা ওঁকে বুঝিয়ে দিয়েছি। নিন, আরম্ভ করুন।

উক্ত ব্যক্তি দাঁড়াইয়া উঠিয়া আরম্ভ করিল

উক্ত ব্যক্তি। আমার সময়ের অনেকটা কাটে আকাশে আকাশে। সেখান থেকে জীবন-দিগন্তের প্রসার সাধারণের চেয়ে অনেক বেশি দেখতে পাই। কি দেখতে পাই জান? দেখতে পাই যে, মানুষের জীবনের অসংখ্য অদ্যতন শুষ্কমুখে সারি সারি দাঁড়িয়ে রয়েছে, দাঁড়িয়ে রয়েছে নহুষের প্রেতাত্মার মত এক গণ্ডুষ রসের প্রত্যাশায়। আমার পরামর্শ যদি চাও, তবে শোন। গতকল্যের অনুশোচনায়, আর আগামী কল্যের প্রত্যাশায় জীবনের অদ্যতনকে বৃথা নষ্ট ক'রো না। মানুষের চেয়ে ভূত কি অধিকতর কাম্য? অদ্যতনের পাশে গতকল্য ভূত। মানুষের চেয়ে ভ্রূণ কি অধিকতর কাম্য? অদ্যতনের পাশে আগামীকল্য ভ্রূণ। অথচ সর্বদাই কি আমরা তাই করছি না? তবু শুনতে পাই, মানুষ যুক্তিপন্থী জীব। অদ্যতনটাই আমাদের হাতে আছে, আর সবই অনিশ্চিত। এই জীবনটাই হাতে আছে, প্রাক্তন ও পরকাল সবই অনিশ্চিত। জীবনের একাঘ্নী হাতে আমরা এখানে এসেছি, বুঝে-শুনে নিক্ষেপ কর, একবার ধনুশ্চ্যুত হ'লে একাঘ্নী আর কখনও ফিরবে না, সহস্র অনুশোচনাতেও আর ফিরবে না। অথচ এই ভুলটাই সকলে করছে, তোমরাও এই ভুলটা ক'রে বুক চাপড়াচ্ছ।

চন্দ্রভানু, পুরুষোত্তম ও পূর্ণিমা। আমাদের কি ভুল হ'ল?

উক্ত ব্যক্তি। তোমাদের ভুল এই যে, জীবনের চেয়ে প্রেমকে বড়

ক'রে দেখেছ, প্রেমের চেয়ে বিবাহকে বড় ক'রে দেখেছ। জীবনের অনুপাত-বোধ তোমাদের নষ্ট হয়ে গিয়েছে। অদ্যতনের সীতাকে পরিত্যাগ ক'রে প্রাক্তন ও পরতনের যুগল স্বর্ণমৃগের পিছনে তোমরা ধাবমান। তোমরা সত্যই ভাগ্যহত।

চন্দ্রভানু। এ কথা সত্য যে, আমরা জীবনকে নষ্ট করতে উদ্যত হয়েছি, কিন্তু তার কি যথেষ্ট কারণ নেই ?

উক্ত ব্যক্তি। না। জীবনকে নষ্ট করবার কারণ জীবনের মধ্যে ঘটতেই পারে না। একটা গাছের জন্য সমস্ত অরণ্যকে নষ্ট করবে কোন্ মূর্খ !

পুরুষোত্তম। আমাদের সমস্যাটা একবার চিন্তা ক'রে দেখুন। একজন নারীর সঙ্গে ঘটনাচক্রে আমরা দুই জনে বিবাহিত।

উক্ত ব্যক্তি। সেটা ঘটনাচক্রের ভুল, তোমাদের ভুল অন্যত্র।

পুরুষোত্তম। আমাদের ভুল কোথায় ?

উক্ত ব্যক্তি। স্ত্রীপুরুষের মধ্যে একমাত্র স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কই সম্ভব, অন্য সম্পর্ক সম্ভব নয়—এই সৃষ্টিছাড়া ধারণাটাই তোমাদের ভুল। এই সনাতন দেশের সবচেয়ে পুরাতন ভুল।

পরাশর। A Daniel come to judgment !

পুরুষোত্তম। আর কি সম্পর্ক সম্ভব ?

উক্ত ব্যক্তি। প্রেমের সম্পর্ক।

পুরুষোত্তম। দাম্পত্য বন্ধনের বাইরে ?

উক্ত ব্যক্তি। কেন নয় ? সব প্রেমই বিবাহে পরিণত হবে কেন ? সব ফুলে তো ফল ফলে না !

পরাশর। Hear thee Jew ! A Daniel ! A Daniel !

উক্ত ব্যক্তি। এ দেশের এমন দুর্দশা কেন জান? এ দেশে মাতা আছে, পত্নী আছে, ভগ্নী আছে, কন্যা আছে—কিন্তু নারী নেই। আর নারী নেই ব'লেই পুরুষও নেই, আছে স্বামী, পুত্র, ভ্রাতা এবং পিতা। পুরুষহীন দেশের পৌরুষ তাই এমন নির্বীর্য।

পরাশর। O wise and upright Judge!

How much more older thou art than thy looks!

চন্দ্রভানু। আমাদের শাস্ত্রে আছে পরদারেষু মাতৃবৎ।

উক্ত ব্যক্তি। শাস্ত্রে নেই, চাণক্য শ্লোকে আছে। আর এমন কথা যদি কোন শাস্ত্রে থাকেও, তবে তা অশ্রদ্ধেয়। শাস্ত্রের সঙ্গে সহমরণে মরলে এমন কি সান্ত্বনা!

চন্দ্রভানু। আপনার পরামর্শ শুনলে যে সমাজ রসাতলে যাবে।

উক্ত ব্যক্তি। আর এমনিতেই কোন্ স্বর্গে গিয়েছে? শুকিয়ে মরার চেয়ে রসাতলে গিয়ে মরা সহস্রবার বাঞ্ছনীয়।

চন্দ্রভানু। কিন্তু আপনি যাই বলুন, পরস্ত্রী বা অন্য নারীর সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক-স্থাপনের কথা চিন্তাও করতে পারি না।

উক্ত ব্যক্তি। নিজের স্ত্রী ব্যতীত নারী মাত্রেই যে দেশে মাতা, সে দেশের নাবালকোচিত মূঢ়তা ঘুচবে কি উপায়ে? দেখ নি, এ দেশের লোক বুড়ো হয়ে মরতে বসে, তবু কথা বলে যেন আট বছরের ছেলে, আর সব কথা ছাপিয়ে ঠেলে উঠতে থাকে অব্যক্ত মা-মা ধ্বনি! এমন ঋষ্যশৃঙ্গের সমাজকে বাঁচাবার আশা বোধ করি স্বয়ং ভগবানও ত্যাগ করেছেন।

পুরুষোত্তম। ওহে পরাশর, এ কেমন বিচারক আমদানি করলে?

পরাশর। আমি তো আমদানি করি নি, স্বয়ং নিয়তি পাঠিয়ে

দিয়েছেন, এমনি অপ্রত্যাশিত ভাবেই মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়ে থাকে।
যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি—

পুরুষোত্তম। রাখো রাখো, এর মধ্যে আর গীতাকে টেনো না।

পরাশর। কেন নয়? গীতা বুঝি জীবনের নিষ্ফলতাকে ঢাকা দেবার উদ্দেশ্যে রচিত ফুল-কাটা চাদর!

উক্ত ব্যক্তি। (পুরুষোত্তমের প্রতি) তুমি ঠিক কথাই বলেছ—গীতা বীরের জাতের জন্য লিখিত, নাবালকদের জন্য নয়। আর বিশেষ গীতা সেই সমাজের জন্য লিখিত হয়েছিল, যখন পাঁচজনে মিলে একজন নারীকে বিবাহ করতে ভয় পেত না। এখন দেখছি যে, দুজনে একজন নারীকে বিবাহ করতে বাধ্য হ'লে গলায় ছুরি তোলে। (একটু থামিয়া) নারীর মূল্য এত নয় যে, তার জন্য মারামারি কাটাকাটি ক'রে জীবনটা নষ্ট ক'রে দিতে হবে।

চন্দ্রভানু। সেটা নারীর জন্যে নয়, নিজের সম্মানের জন্যে।

উক্ত ব্যক্তি। মনে সাবালক হ'লে মুখে এমন হাস্যকর কথা কখনই বলতে পারতে না। (একটু থামিয়া) হায়, মূঢ়! ভাল-মন্দ, ছোট-বড়, রৌদ্র-বৃষ্টি মিলিয়ে যে বিচিত্র, যে অপূর্ব, যে একাগ্নী জীবন, তাকেই কায়মনোবাক্যে গ্রহণ কর। কোন কারণে দাম্পত্য-বন্ধন যদি ম্লান হয়ে থাকে, মুখ ভার ক'রে না থেকে নারীকে অন্যরূপে গ্রহণ কর—বন্ধুরূপে, সখীরূপে। তাতেও জীবনের সার্থকতা। আর যাই কর, অনন্ত 'না'-এর অতলস্পর্শী গুহার মধ্যে ঢুকো না, সেখান থেকে কেউ কখনও বেরিয়ে আসতে পারে নি।

পুরুষোত্তম। A Daniel! A Daniel: indeed! আমি আপনার পরামর্শই গ্রহণ করলাম। চন্দ্রভানু, আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে স'রে পড়লাম, তুমিই সব নাও।

পূর্ণিমা। (মল্লিকার প্রতি) সব নাও! উনি দেবার কে? স'রে পড়ুন, তাতে কারও আপত্তি নেই।

পুরুষোত্তম। (হাতঘড়ি দেখিয়া) পরাশর, এবারে চলি, নতুবা নটার শো-তেও যেতে পারব না।

পূর্ণিমা। এমন স্বার্থপর কখনও দেখি নি।

মল্লিকা। উনি এখন যা-খুশি করুন না, তোমার কি!

পূর্ণিমা। যা-খুশি করবার অধিকার কারও কি আছে? আমি যদি যা-খুশি না করতে পারি, উনিই বা পারবেন কেন?

মল্লিকা। তুমি যা-খুশি করলে তোমাকে ঠেকায় কে?

পূর্ণিমা। তুমি বিয়ে কর নি, বুঝতে পারবে না।

মল্লিকা। যেটুকু ইচ্ছা-বা অবশিষ্ট ছিল, আজকের বক্তৃতার পরে সেটুকুও লোপ পেয়েছে।

এমন সময়ে বহুশ্রুতা মিস গুপ্তর প্রবেশ। সুন্দরী বটে, পূর্ণিমার চেয়ে বেশি সুন্দরী নয়, তবে সৌন্দর্যকে বিজ্ঞাপিত করিতে জানে বলিয়া হঠাৎ বেশি সুন্দর মনে হয়। হাবে-ভাবে, পোশাকে-পরিচ্ছদে, লিপস্টিকে এবং রঙে নিতান্তই আধুনিকা।

মিস গুপ্ত। (পুরুষোত্তমকে) মিঃ রায়, আপনার দেরি দেখে আমাকেই আসতে হ'ল।

পুরুষোত্তম। আমি বড়ই দুঃখিত।

মিস গুপ্ত। এবারে চলুন। আর দেরি হ'লে নটার শোতেও যাওয়া হবে না।

পুরুষোত্তম। পরাশর, তুমি ত এঁকে চেনই—মিস গুপ্ত; এঁর সঙ্গেই আমার সিনেমা যাবার কথা।

মিস গুপ্ত। নমস্কার পরাশরবাবু। এবার মিঃ রায়কে ছেড়ে দিন, কাল না হয় আবার আপনাদের দরকার হবে।

পূর্ণিমা। (আপন মনে) এমন নির্লজ্জ মেয়েও তো দেখি নি।

পুরুষোত্তম। পরাশর, তোমরা যা হয় স্থির কর, আমার সিদ্ধান্ত তো জেনেই নিয়েছ। আমি চলি।

পুরুষোত্তম চলিতে উদ্যত হইলে পূর্ণিমা হঠাৎ মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল

সকলে। এ কি! এ কি! এ কি হ'ল!

পরাশর। ব্লাড প্রেসার?

তারক। এপিলেপ্সি?

মল্লিকা। যাই হোক, এঁকে আগে ভেতরে নিয়ে চল।

তখন তারক ও পরাশর পূর্ণিমাকে তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করিল, সঙ্গে মল্লিকা চলিল।

মিস গুপ্ত। উনি কেন মূর্ছিত হয়ে পড়লেন বুঝতে পারলেন?

উক্ত ব্যক্তি। ব্লাড প্রেসার হওয়া অসম্ভব নয়।

মিস গুপ্ত। না। উনি আমাকে দেখে মূর্ছিত হয়েছেন।

উক্ত ব্যক্তি। আপনাকে দেখে? কেমন ক'রে বুঝলেন?

মিস গুপ্ত। আরও অনেক জায়গায় দেখেছি কি না।

উক্ত ব্যক্তি। সে কি রকম?

মিস গুপ্ত। আমি যাদের সঙ্গে engagement করি, তাঁদের পত্নীরা অনেকেই মূর্ছিত হন।

উক্ত ব্যক্তি। এ আপনার পরিহাস।

মিস গুপ্ত। পরিহাস বটে, তবে আমার নয়, অদৃষ্টের।

তারকের প্রবেশ

তারক। মিঃ রায়, আপনি একবার ভিতরে আসুন।

পুরুষোত্তম। কেন?

তারক। পূর্ণিমা দেবী বার বার আপনার নাম বলছেন।

পুরুষোত্তম। মূর্ছা ভেঙেছে?

তারক। এখনও সম্পূর্ণ ভাঙে নি, অর্ধাচ্ছন্ন অবস্থায় আছেন।

পুরুষোত্তম। চল, যাচ্ছি। মিস গুপ্ত, আপনি ততক্ষণ চন্দ্রভানুর সঙ্গে কথা বলুন, এঁর কথাও আপনাকে বলেছি। (প্রস্থান)

চন্দ্রভানু। মিস গুপ্ত, আপনি বিয়ে করেন না কেন?

মিস গুপ্ত। বিয়ে করতে কোন্ মেয়ের অসাধ?

চন্দ্রভানু। তবে?

মিস গুপ্ত। সংসারে সব মেয়ের বিয়ে হবার নয়—কতক প্রয়োজনের অতিরিক্ত, আমি সেই অতিরিক্তের দলে।

চন্দ্রভানু। আপনার এত গুণ, তবু—

মিস গুপ্ত। ঐ গুণই আমার অন্তরায়, সবাই ভাবে—আমাকে তার ঘরে মানাবে না। তাই সবাই আমাকে নিয়ে ছবি দেখতে যেতে চায়, কিন্তু কেউ ঘর পর্যন্ত নিয়ে যেতে রাজী নয়।

চন্দ্রভানু। আপনি বড়ই cynic।

মিস গুপ্ত। সেই জন্যই ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দিতে পারি। সেন্টিমেণ্টাল হ'লে কেঁদে ভাসিয়ে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। সেটাই কি ভাল হ'ত? চন্দ্রভানুবাবু, মূর্ছা যাওয়া উচিত আমার। তা নয়, যান ওঁরা। কি মজা বলুন তো?

তারকের প্রবেশ এবং প্যারাশুটি সৈন্যের প্রতি

তারক। আপনাকেও একবার ভেতরে আসতে হবে।

উভয়ের প্রস্থান

চন্দ্রভানু। মিস গুপ্ত, আমাদের বিচারক এখনই বলছিলেন যে, দাম্পত্য সম্বন্ধই স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে একমাত্র সম্বন্ধ নয়। আরও সম্বন্ধ আছে—স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ অর্থাৎ বন্ধুত্বের সম্পর্ক।

মিস গুপ্ত। ওটা অবিবাহিত পুরুষের তত্ত্ব আর বিবাহিত জীবনে সাময়িকভাবে ক্লান্ত পুরুষের তত্ত্ব। কোন মেয়ে স্বপ্নেও কখনও এমন তত্ত্ব মুখে আনে না।

চন্দ্রভানু। আপনার জীবন কি আপনার কথার প্রতিবাদ নয়?

মিস গুপ্ত। মধু না জুটলে গুড় দিতে হয় বটে, তাই ব'লে গুড়কে মধু মনে করব কেন? চন্দ্রভানুবাবু, বিবাহিত সম্পর্কের বাইরে যে প্রেম তাতে উন্মাদনা আছে, স্থায়িত্ব নেই। আর মেয়েরা সব চাইতে বেশি চায় স্থায়িত্ব! মেয়েরা ধরিত্রীর জাতের,—কেবল সর্ব্বংসহা নয়, তারা ধারয়িত্রী।

চন্দ্রাভানু। আপনার জীবনে আপনি কি সুখী নন?

মিস গুপ্ত। আমার এই চলমান জীবনে? নৌকো যত সুন্দরই হোক, তবু তা নৌকো। আমার জীবন কি রকম জানেন? শুনেছি চীনের ক্যাণ্টন শহরে লোকে নৌকোয় সংসার পেতে জীবন কাটিয়ে দেয়—অনেকটা সেই রকম। আমার জীবনে জলের দোলা আছে, মাটির নিশ্চয়তা নেই। বাইরে থেকে দেখে লোকের ভাল লাগে—ভিতরের বাসিন্দার মনে স্বস্তি নেই।

চন্দ্রভানু। যাই বলুন, আপনাকে আমি খুব admire করি, অর্থাৎ আপনাকে খুব ভাল লাগে।

মিস গুপ্ত। ধন্যবাদ ; এমনি অনেক ভাল লাগার সমষ্টি আমার জীবন ঃ ঐ পুঞ্জীভূত ইন্ধন কি একটিমাত্র স্ফুলিঙ্গের অভাব পূরণ করতে সক্ষম ?

চন্দ্রভানু। সেই স্ফুলিঙ্গ কি ?

মিস্ গুপ্ত। ভালবাসা।

চন্দ্রভানু। পান নি জীবনে ?

মিস গুপ্ত। না।

চন্দ্রভানু। কেন ?

মিস গুপ্ত। বিবাহিত সম্পর্কের বাইরে তা পাবার নয়।

চন্দ্রভানু। বিচিত্র সংসার! অবিবাহিত বিবাহবন্ধনে ধরা দিতে উন্মুখ, আর বিবাহিত বিবাহবন্ধন ছেঁড়বার জন্য ব্যগ্র। (হঠাৎ আবেগের সঙ্গে বলিয়া উঠিল) মিস গুপ্ত, আমি আপনাকে ভালবাসি।

মিস গুপ্ত। তার মানে, আমার সঙ্গে সিনেমায় যেতে প্রস্তুত। হয়তো সে সুযোগ মিলবে,—মিঃ রায় আজ যে আর যেতে পারবেন তা মনে হয় না। (হাতঘড়ি দেখিয়া) সাড়ে আটটা বাজে। ওই যে মিঃ রায় আসছেন!

পুরুষোত্তমের প্রবেশ

পুরুষোত্তম। বড্ড দেরি হয়ে গেল। মিস গুপ্ত, আজকে আপনার সঙ্গে যাওয়া আমার সম্ভব হয়ে উঠবে না, সত্যি দুঃখিত। চন্দ্রভানু, তুমি কেন যাও না মিস গুপ্তর সঙ্গে।

চন্দ্রভানু। এখুনি রাজী। চলুন মিস গুপ্ত।

পুরুষোত্তম। এই নাও বক্সের টিকিট। (টিকিট দিল)

মিস গুপ্ত। তবে তাই সই। Any port in storm! চলুন। (পুরুষোত্তমের প্রতিঃ) টা-টা।

চন্দ্রভানু ও মিস গুপ্তের প্রস্থান

পুরুষোত্তমের প্রস্থান। তারক ও মল্লিকার প্রবেশ

মল্লিকা। কি, আবার এখানে ডেকে আনলে কেন?

তারক। যাঁকে আদর্শ করেছিলে তিনি তো প্রায় মনঃস্থির করলেন, এবারে তুমি কি বল?

মল্লিকা। তাঁর এই মনঃস্থিরতাও মনের অস্থিরতার পরিচয়। এত শীঘ্র যা স্থির হয়ে যায়, তার উপরে ভরসা কি।

তারক। তাঁর কথা ছাড়, তোমার কথা বল।

মল্লিকা। কতবার আর বলব?

তারক। এবারে নূতন কিছু বল।

মল্লিকা। না।

তারক। কি না?

মল্লিকা। বিয়েতে আমার মন নেই।

তারক। আমার কি দোষ?

মল্লিকা। দেখে শেখাই কি যথেষ্ট নয়? সবই কি ঠেকে শিখতে হবে?

তারক। তবে কি আমাদের সম্বন্ধ এখানেই শেষ?

মল্লিকা। শেষ হতে যাবে কেন? বন্ধুত্বের সম্পর্ক রইল।

তারক। তার মানে হাতে রাখতে চাও, পাতে নিতে চাও না। আমি ওতে রাজী নই।

মল্লিকা। অবুঝ হয়ো না।

তারক। আমার পরামর্শ এই যে, বেশি বুঝমান হ'য়ো না। একটু-আধটু ভুল করা ভাল।

মল্লিকা। ভুলের তুলনায় দুঃখ যে অত্যন্ত বেশি।

তারক। আর তুমি যে নির্ভুল সমাধান দিচ্ছ, তার দুঃখটা কি হিসেব ক'রে দেখেছ? শোন মল্লিকা, বিবাহিত জীবনে সুখ নেই মানি, কিন্তু অবিবাহিত জীবনেই আনন্দ আছে কি?

পরাশর ও উক্ত ব্যক্তির প্রবেশ

পরাশর। যাক, একটা সমস্যা মিটল।

তারক। কি ব্যাপার?

পরাশর। পূর্ণিমা আর পুরুষোত্তম একত্র ঘর করতে রাজী হয়েছে। সেইজন্যই বলছিলাম—একটা সমস্যা মিটল।

তারক। কিন্তু এদিকে যে আর একটা সমস্যা গজিয়ে উঠেছে!

পরাশর। সেটা আবার কি?

তারক। মল্লিকা দেবী আমাকে বিয়ে করবেন বলেছিলেন, কিন্তু পূর্ণিমা দেবার সমস্যা দেখে পিছিয়ে গেছেন।

পরাশর। এখন আবার এগিয়ে আসুন, পূর্ণিমা তো সংশয়-রাহু-মুক্ত হয়েছে।

তারক। আমিও তাই বোঝাচ্ছিলাম। (উক্ত ব্যক্তির প্রতি) স্যর, আমাদের সমস্যার একটা সুরাহা ক'রে দিতে পারেন?

উক্ত ব্যক্তি। সমাধান করা আমার কাজ নয়, তবে কিছু পরামর্শ দিতে পারি।

তারক। সেটা যদি আমার অনুকূলে হয়, তবে আর বিলম্ব করবেন না।

উক্ত ব্যক্তি। (মল্লিকার প্রতি) বিয়ে না করবার কারণ কি?

তারক। সেটা উনিও জানেন না। ওঁর ইচ্ছা অপর কেউ সেটা ওঁকে জানিয়ে দেয়।

উক্তি ব্যক্তি। (মল্লিকাকে) আপনি কি এক সময়ে রাজী হয়েছিলেন?

তারক। রাজী মানে! রেজিস্ট্রি বিয়ের দরখাস্তে সই অবধি করেছিলেন।

উক্ত ব্যক্তি। সে দরখাস্ত আপিসে দেওয়া হয় নি কেন?

তারক। হবে কি ক'রে? উনি আটকে রেখে দিয়েছেন।

উক্ত ব্যক্তি। এ যে মামলার প্রমাণ লোপ করবার চেষ্টা! মারাত্মক অপরাধ। দেখি দরখাস্তখানা।

তারক। শুনলে তো? এবারে দরখাস্ত দুখানা দাও।

উক্ত ব্যক্তি। দুখানাই ওর কাছে? গেল কি ক'রে?

তারক। ঘটনাচক্রে।

উক্ত ব্যক্তি। ঘটনাচক্র সর্বদাই নারীর অনুকূলে আবর্তিত হয়।

মল্লিকা হ্যাণ্ডব্যাগ হইতে ফর্ম্ দুইখানা বাহির করিয়া উক্ত ব্যক্তির হাতে দিল।

উক্ত ব্যক্তি। দুখানাই তো বটে! এ যে সব ঘর-পূরণ ক'রে স্বাক্ষর করা। এতে বুঝতে পারা যায়, এক সময়ে সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল। (মল্লিকার প্রতি) আপনার হাতের লেখা তো?

মল্লিকা। হাঁ।

উক্ত ব্যক্তি। স্বেচ্ছায় লিখেছিলেন?

মল্লিকা। যখন লিখেছিলাম, তখন ইচ্ছার অভাব ছিল না।

পরাশর। আপনি জোরে পড়ুন, শুনি কি লিখিত হয়েছে! মামলাতে গোপনীয় কিছু থাকতে পারে না।

উক্ত ব্যক্তি। তা বটে। কুমারী মিনতি সেন জানাচ্ছেন যে তিনি স্বেচ্ছায়—

তারক। মিনতি সেন! মিনতি সেন কে?

মল্লিকা। আমার নাম মিনতিই বটে। মল্লিকা আমার নাম নয়।

তারক। কোন্ মিনতি সেন? তোমার পিতার নাম কি?

মল্লিকা। শ্রীবিনয়কুমার সেন।

তারক। হায় ভগবান! (বসিয়া পড়িল)

উক্ত ব্যক্তি। কুমারী মিনতি সেন জানাচ্ছেন যে, তিনি স্বেচ্ছায় শ্রীমিহির গাঙ্গুলীকে বিবাহ করতে রাজী আছেন।

মল্লিকা। মিহির গাঙ্গুলী কে?

তারক। আমার নাম মিহির গাঙ্গুলীই বটে, তারক আমার নাম নয়।

মল্লিকা। কোন্ মিহির গাঙ্গুলী? আপনার পিতার নাম কি?

তারক। শ্রীঅধরচন্দ্র গাঙ্গুলী।

মল্লিকা। হায় ভগবান! (বসিয়া পড়িল)

পরাশর। এ কি, তোমাদের হ'ল কি? তোমাদের এই নাম ভাঁড়াবার অর্থ কি?

তারক। নাম ভাঁড়িয়ে অদৃষ্ট ভাঁড়াতে চেয়েছিলাম।

পরাশর। তোমরা কি পরস্পরকে জানতে?

তারক। জানলে আর এমন হয়?

পরাশর। না জানলে যে কেমন হয় আমাদের দেখেই বুঝতে পারছ। তোমরা কি, কে ও কেন, খুলে বল দেখি?

তারক। আমরা পরস্পরকে চিনতাম না। আমার পিতা আর ওঁর পিতা বাল্যকালের বন্ধু। অনেক কাল পরে সম্প্রতি তাঁদের দেখা হয়, তখন তাঁরা স্থির করেন যে, তাঁদের পুত্র-কন্যার মধ্যে বিবাহ দেবেন।

পরাশর। ওঃ বুঝেছি। তোমরা সেই অবাঞ্ছিত বিবাহের হাত থেকে মুক্তি পাবার আশায় গৃহত্যাগ করেছ—

তারক। এবং এমন এক গৃহে এসে আশ্রয় নিয়েছি, যেখানে ঠিক ঐ মনোভাবে উনিও এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

পরাশর। অর্থাৎ যার হাত থেকে উদ্ধার পাবার আশায় পালিয়েছিলে, ঘটনাচক্রে তারই হাতে এসে ধরা দিয়েছ।

তারক। ঘটনাচক্র সর্বদাই নারীর অনুকূলে আবর্তিত হয়।

পরাশর। কি মল্লিকা, আমি ঠিক অনুমান করেছি কি না ?

মল্লিকা। আপনার অনুমান ভুল নয়।

উক্ত ব্যক্তি। তোমরা এমনি নির্বোধ যে ফর্ম্ দুখানা প'ড়ে দেখবারও অবসর হয় নি। একবার পড়লে তখনি তো ছদ্মবেশের মীমাংসা হয়ে যেত।

মল্লিকা। ফর্ম্ দুখানা লিখিত হয় সেই দুর্ঘটনার ঠিক আগে। তারপরে ও দুখানার কথা এক রকম ভুলেই গিয়েছিলাম—তা ছাড়া ইচ্ছেও আর ছিল না।

পরাশর। এখন যখন পিতার ইচ্ছায় আর সন্তানের নির্বাচনে মিলেছে, আর কোনও আপত্তি থাকতে পারে না।

তারক। আমিও তো সেই কথাই বলি। [মল্লিকা নীরব]

পরাশর। এবার তবে উদ্যোগ করা যাক।

উক্ত ব্যক্তি। কিন্তু বিচারকের রায় দেওয়া এখনও বাকি।

পরাশর। আপনারও নিশ্চয় সম্মতি আছে ?

উক্ত ব্যক্তি। মোটেই সম্মতি নেই।

পরাশর। সে কি ?

তারক। কেন?

মল্লিকা। (শুধু বিস্ময়ে হাঁ করিল)

উক্ত ব্যক্তি। তোমাদের বিয়ের সময় এখনও হয় নি। বিবাহ রোমান্টিক নাবালকদের জন্য নয়।

তারক। ওসব আবার কি কথা স্যর?

উক্ত ব্যক্তি। প্রেমের শিক্ষানবিশী যাদের সম্পূর্ণ হয়েছে, বিবাহ তাদের জন্য। তোমরা এখনও Bachelor of Love অর্থাৎ B. L.। যারা Master of Love অর্থাৎ M. L. হয়েছে বিবাহের যোগ্য তারাই। তোমাদের বিবাহে আমি সম্মতি দিতে পারি না।

তারক। তবে আমাদের কি গতি হবে?

উক্ত ব্যক্তি। বন্ধুত্বই হচ্ছে তোমাদের সম্বন্ধ।

তারক। স্ত্রী-পুরুষে বন্ধুত্ব! সে যে গড়াতে গড়াতে—

উক্ত ব্যক্তি। বল, বল। ওঃ, কথাটা মুখে বেধে গেল? জুজুর ভয়! Inhibition, Inhibition! এই ক'রেই জাতটা গেল। যে স্টীমে এঞ্জিন চলবে, সেই স্টীমটাকেই তোমরা অবাঞ্ছনীয় ঘোষণা ক'রে ব'সে আছ। চলবে কি ক'রে?

তারক। কিন্তু ওর পরিণাম কি জানেন না?

উক্ত ব্যক্তি। খুব জানি। জাহান্নমে যাক, তবু চলুক। চুপ ক'রে জড়ের মত ভাল ছেলে হয়ে ব'সে থেকে কাল্পনিক স্বর্গরচনা করা কিছু নয়।

তারক। কি মল্লিকা, রাজী আছ?

মল্লিকা। বন্ধুত্বে? না।

তারক। কেন, এখনি তো বন্ধুত্বের জন্য ওকালতি করছিলে।

মল্লিকা। সে যাই হোক্, বন্ধুত্বের সম্পর্কে আমি রাজী নই।

তারক। তবে কি বিবাহ?

মল্লিকা নীরব

উক্ত ব্যক্তি। আমি তো আগেই বলেছিলাম, পরামর্শ দিতে পারি, কিন্তু তা খুব সম্ভব তোমরা শুনবে না।

পরাশর। ভগবান, কোন্ ছাঁচে যে তুমি মেয়ে জাতটাকে গড়েছ, একবার দেখতে ইচ্ছে করে। পূর্ণিমা কিছুতেই পুরুষোত্তমের সঙ্গে ঘর করবে না। যেমনি মিস গুপ্তকে দেখা অমনি মূর্ছা। এখন বলে, পুরুষোত্তমকে ছাড়া বাঁচবে না। আর এই তোমাদের! মল্লিকা বন্ধুত্ব ছাড়া রাজী নয়—এখন বিবাহের প্রস্তাবে মৌনং সম্মতি লক্ষণং।

গোপালের প্রবেশ

গোপাল। এ বাড়ির মালিক কে ঠিক হ'ল কি?

পরাশর। কেন?

গোপাল। আমি বিদায় চাই।

পরাশর। বেশ, তোমার হিসাবপত্তর চুকিয়ে দেবার ব্যবস্থা হবে।

গোপাল। কেবল আমার হিসাব নয়, খুন্তিরও হিসাব চুকিয়ে দিতে হবে।

পরাশর। তাকে আবার ভাঙিয়ে নিয়ে যাচ্ছ কেন?

গোপাল। বাবু, আপনি খুন্তিকে তো জানেন না, আমি ভাঙাব তাকে! সেই আমাকে খুঁচিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

পরাশর। কোথায়?

গোপাল। সে-ই জানে।

পরাশর। কেন?

গোপাল। ঘর পাতবে। তাকে নাকি আমার বিয়ে করতে হবে।

পরাশর। (উক্ত ব্যক্তিকে) এই নিন আর একটা মামলা। আর একবার বুঝি বিচার করতে হয়।

গোপাল। দোহাই ধর্মাবতার! আর বিচার করবেন না। অনেক কষ্টে খুন্তিকে রাজী করিয়েছি—ওর মন ঘুরে যেতে কতক্ষণ!

পরাশর। তবে বললে যে, সেই তোমাকে খুঁচিয়ে নিয়ে চলেছে!

গোপাল। বুঝলেন না, ঐভাবে বলতে হয়, ওতে মেয়েরা খুশি হয়। ওরা শুনতে চায় যেন ওরাই প্রবল পক্ষ। দুর্বলের স্বভাবই ঐ।

উক্ত ব্যক্তি। বৎস, তুমি আমার বিচারের অতীত। তোমার যে-রকম বাহুল্যবর্জিত কাণ্ডজ্ঞান, তার সিকিও যদি সকল পুরুষে পেত, তবে বিবাহের মত সামান্য একটা বিষয় নিয়ে সর্বদা এমন গোলমাল পাকাত না।

গোপাল। হুজুর, বিয়েটা সামান্য বিষয় হ'ল! একবার খুন্তিকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখবেন।

উক্ত ব্যক্তি। আচ্ছা, যাও, তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর।

গোপাল। অনেক সেলাম হুজুর। এবার গিয়ে খুন্তিকে সুসংবাদটা দিয়ে আসি। (প্রস্থান)

মল্লিকা। একবার পূর্ণিমাদিকে দেখে আসি। (প্রস্থান)

পুরুষোত্তমের প্রবেশ

পুরুষোত্তম। যাক, আমার সমস্যা তো চুকল। এখন চন্দ্রভানুর জন্য যা ভাবনা!

উক্তি ব্যক্তি। সে ভাবনা অকারণ।

পুরুষোত্তম। কেন?

উক্ত ব্যক্তি। সে গিয়েছে মিস গুপ্তর সঙ্গে।

পুরুষোত্তম। সিনেমায় ?

উক্ত ব্যক্তি। তার পর আরও অনেক দূর যাবে, একেবারে বিয়ের আসর পর্যন্ত।

পুরুষোত্তম। বুঝলেন কি ক'রে ?

উক্ত ব্যক্তি। শিকারী বেরালের গোঁফ দেখলে বোঝা যায়।

পরাশর। ছবিটার নামই যে কেমন-কেমন—Practically Yours !

পুরুষোত্তম। যাক, তা হ'লে চারদিক থেকেই নিশ্চিন্ত।

পরাশর। চারদিকের দুটো দিক এখনও জানতে বাকি আছে। মল্লিকাকে বিয়ে করছে তারক, আর খুন্তিকে বিয়ে করছে গোপাল। তারা ছুটির আরজি জানিয়ে গিয়েছে।

পুরুষোত্তম। তা হ'লে অক্ষরে অক্ষরে চারিদিক থেকে সুসংবাদ। এখন কেবল বাকি থাকলে তুমি।

পরাশর। বাকি পড়বার বড় ইচ্ছা নেই, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছি না, আমাদের বিচারকটি পুরুষ, না, স্ত্রী !

উক্ত ব্যক্তি। ওখানে বোধ করি benefit of doubt চলবে না।

পরাশর। মোটেই না।

পুরুষোত্তম। তারক, তুমি এখনই একবার ঐ সিনেমায় যাও। গিয়ে ওদের দুজনকে খুঁজে বের ক'রে নিয়ে এস, ব'লো যে, এখানে আজ খেতে হবে।

তারকের প্রস্থান

পুরুষোত্তম। চল, পরাশর, দেখা যাক খাওয়া-দাওয়ার কতদূর কি ব্যবস্থা করা যায়! (উক্ত ব্যক্তির প্রতি) আসুন।

উক্ত ব্যক্তি। চলুন। (তারপরে দর্শকের দিকে ফিরিয়া, তাহাদের উদ্দেশে) দেখলেন তো পরামর্শের কি পরিণাম? বিবাহের পরামর্শ কেউ কখনও শুনল এমন তো দেখলাম না। প্রয়োজন হ'লে আপনাদেরও পরামর্শ দিতে পারি। কিন্তু এর পরেও তার কি আর কোন প্রয়োজন আছে? অতএব (হাত নাড়িয়া) টা-টা।

সকলের প্রস্থান

যবনিকা